493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ১৮ সংখ্যা ঃ ১৬ ফাল্গুন-২২ ফাল্গুন, ১৪২০ঃ ১মার্চ-৭মার্চ, ২০১৪,Kolkata : 48th year Vol No.: 18, March 1- 7 March, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩টাকা

বাধ্য হয়ে তাড়াতে হল রেজ্জাককে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘদিন ধরে সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ বিধায়ক রেজ্জাক মোল্লা দলকে যে ভাষায় আক্রমণ করছিলেন যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা মুশকিল। সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে রেজ্জাক মোল্লা

বলেন, যে দলের নেতারা পায়জামার দড়ি খোলার আগে বাথরুম করে ফেলেন তারা কি করে নেতৃত্ব দেবেন! তাঁর এই মারমুখী মনোভাবের অনেক কারণ আছে। তার অন্যতম হল, অনেকদিন বিভিন্ন কাজে প্রতিনিধিত্ব করলেও দল তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয়নি। রেজ্জাক মোল্লার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি চাইছেন তাঁকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। দলের এই

এরপর সাতের পাতায়

সেন্ট্রাল জেলগুলিতে মহিলা ছাড়া সবকিছুই মেলে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

রাজ্যের কারাগারগুলিকে বলা হয়, সংশোধনাগার। কিন্তু বর্তমানে সংশোধনের পরিবর্তে ওই জায়গাগুলি ব্যপক দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। রাজ্যের চারটি সেন্ট্রাল জেলেই অনুসন্ধান করলে একই ছবি ধরা পড়বে।

প্রথমেই দেখা যাক, এখানকার ভাঁড়ার ঘরে হানা দিয়ে। এখানেই কয়েদীদের জন্য বরাদ্দ করা খাবার রান্না করা হয়। মজার ব্যাপার হল, এই রাজ্যে সবকিছুই পাল্টে যায়। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান হয়। কিন্তু আজও রাজ্যের সব সংশোধনাগারে একজন ব্যক্তি অর্থাৎ তাঁর প্রতিষ্ঠান কি করে কাঁচা শাক-সবজি-মাছ-মাংস-চাল-ডাল-তেল-নুন সবকিছুই সরবরাহ করে থাকেন, তার গোপন খবর আজও পাওয়া যায়নি। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বন্দিদের জন্য নির্দিষ্ট খাবার বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তারা তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ খাবার পায়। এই চারটি সংশোধনাগারের মধ্যে একটিতে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫০টি হিটার জ্বালিয়ে রান্না করে এখানকার কয়েদিরা। ফরে বিদ্যুতের বিল মাসে মাসে স্ফীত হতে থাকে। কিন্তু তাতে কারও কিছু এসে যায় না। বলা নিষ্প্রোয়জন, জেলের মধ্যে হিটার বা সেটাও জ্বালানোর কোনও অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্বলে। কারণ, জেলখানাকে বলা হয় মগের মুলুক, বিশেষ বিশেষ লোকের কাছে চাহিদা মতো টাকা ঠিকঠাক পৌঁছে গেলে কেউ সে-সবদিকে ফিরেও তাকান না।

ইদানিং জেলের ভেতর মোবাইল বিক্রি অনেক বেড়ে গিয়েছে।

যে কোনও লোক যেদিন প্রথম জেলখানায় আসে, সেদিনই সিনিয়ররা, তার বাড়ির অবস্থা কেমন, সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করে। বাড়ির আর্থিক অবস্থা যদি একটু সচ্ছল হয় তাহলে তার ভাগ্যে জোটে বিশেষ খাতির। তা না হলে পায়খানা পরিষ্কার করা, অন্যদের গা-হাত-পা টিপে দেওয়ার কাজ করতে হয়।

জেলের 'সেল'-এ বরাদ্দকৃত খাবারের চেয়ে হাসপাতালের খাবার অনেক ভাল। এখানে একবার ভর্তি হতে পারলেই পাওয়া যাবে মাছ-মাংস-দুধ-ডিম-মাছ। আর একটা মজার তথ্য পাঠক-পাঠিকাদের গোচরে আনতে চাই। তা হল, জেলের এই হাসপাতালগুলিতে যে সব ওষুধ আনা হয়, তার বেশিরভাগই হল, 'ক্লোজ টু এক্সপায়ারি'। অর্থাৎ কয়েকদিনের মধ্যে ওষুধ খাওয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, যারা এইসব ওষুধ কেনার ছাড়পত্র দেন তথা হাসপাতালের চিকিৎসক সকলেই প্রায় নিশ্চিতভাবে এই অবৈধ কাজের সঙ্গে যুক্ত। না হলে কেন এবং কীভাবে বছরের পর বছর এই অন্যায় হয়ে চলেছে।

ছবি: অভিমন্যু দাস

এবারের আসা যাক ফোনের ব্যবহার। প্রতিটি জেলে নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করার জন্য বুথ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। অথচ সেখান থেকে অধিকাংশ বন্দিদেরই ফোন করতে দেখা যায় না। কেন? যে কোনও সেন্ট্রাল জেলে অভিযান চালালেই পাওয়া যাবে একগুচ্ছ মোবাইল ফোন। গত বুধবার দিন প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি শর্টস্ট্রিট কাণ্ডে অভিযুক্ত পরাগ মজুমদার ও পার্কস্ট্রিট কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সুমিত বাজাজের কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। বুধবার রাতে খবর পেয়ে জেল কর্তৃপক্ষ ক্ষুদিরাম সেলে হানা দিয়ে পরাগ, সুমিতসহ চারজনের কাছ থেকে চারটি মোবাইল উদ্ধার করেছে। এই ধরনের ঘটনা এখন জেলের বাসিন্দাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। চাইলেই এখানে সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ফোন। কোনও বাধা নেই। তবে মাঝেমধ্যে দু-একবার 'রেইড' না করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও কাজ তো থাকবে না। তাই লোক দেখানো হানা চলে জেলের ভিতরে। কয়েকদিন আগে এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করার সূত্রে জনৈক মোবাইল ডিস্ট্রিবিউটর নাম, ঠিকানা না জানানোর শর্তে বললেন, ইদানীং জেলের ভিতর মোবাইল বিক্রি অনেক বেড়ে গিয়েছে। এক-একজনের চাহিদাও একরকম। অনেক ক্ষেত্রে অনেক দামি মোবাইলও সরবরাহ করতে হয়।

এরপর দশের পাতায়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার চারটি লোকসভা আসনে তৃণমূলের এবারের লড়াইটা বেশ 'টাফ'

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা: লোকসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। সব রাজনৈতিক দলই তাদের প্রার্থী চুড়ান্ত করতে জোর তৎপরতা শুরু করেছে। দলের সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়ার কারণে ৯ জন এখন 'দলছুট'। এসইউসি আইয়ের সঙ্গে তৃণমূলের মধুচন্দ্রিমাও শেষ। তার ফলে তৃণমূলের একদা জোট প্রার্থী জয়ী সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সখ্যতা নেই। সম্প্রতি নির্বাচন এই জেলায় বেশ 'টাফ' হবে বলে রাজনৈতিক মহল সুত্রে জানা যাচ্ছে। কারণ, তৃণমূলকে এককভাবেই লড়তে হবে চারটি আসনে। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম বা বামফ্রন্ট, এসইউসিআই পৃথক পৃথক প্রার্থী দিতে চলেছে

মথুরাপুরে বাদ পড়তে পারেন জাটুয়া, জয়নগরে এগিয়ে শক্তি মন্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চারটি লোকসভা আসনে গত নির্বাচনে বামফ্রন্টকে কার্যত তৃণমূল ঝড়ে উড়ে যেতে হয়েছিল। যাদবপুরে কবীর সুমন, ডাঃ হারবারে সোমেন মিত্র, মথুরাপুরে চৌধুরী মোহন জাটুয়া এবং জয়নগরে তৃণমূলের জোট প্রার্থী এসইউসি আইয়ের ডাঃ তরুণ মণ্ডল জয় লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নানা রাজনৈতিক ও ঘটনার জেরে চিত্রটা বেশ কিছুটা বদলে যায়। কবীর সুমন তৃণমূলের সাংসদ হলেও ডায়মণ্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ সোমেন মিত্র সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। কেবলমাত্র মথুরাপুরের সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া এখনও যেমন ছিলেন তেমন আছেন। এবার তৃণমূলের শক্তদুর্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস চারটি আসনেই তাদের প্রার্থীদের জেতাতে মরিয়া। স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চারটি আসনে প্রার্থী নির্বাচনের দায়িত্ব নিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এবারের চারটি কেন্দ্রে। বিশেষ সুত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে ডায়মণ্ডহারবার কেন্দ্রে তৃণমূল কোনও সেলিব্রিটিকে দাঁড় করাতে পারে। কারণ, এখানে লড়াইটা ভালই হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বেশ কিছু বিধানসভা এলাকায় পঞ্চায়েত ও সমিতির নির্বাচনে সিপিএম ভাল ফল করেছে। তাছাড়া সোমেন মিত্র দলত্যাগ করায় তৃণমূলও বেশ অস্বস্তিতে আছে।

এরপর দশের পাতায়

রাজনৈতিক বাধায় ৩৭০০ কোটি টাকা সম্পত্তিকর বাকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষ শেষ হতে চলেছে। কিন্তু এই সম্পত্তিকর নাকি বকেয়া কলকাতা পুরসভার বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে চলতি আর্থিকবর্ষে সম্পত্তিকর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হল পুরসভা। পুর কোষাগারে টান দীর্ঘতর হচ্ছে। অধিকাংশ আধিকারিকদের অভিযোগ, এই পরিস্থিতির জন্য নাকি রাজনৈতিক বাধ্য-বাধকতাই দায়ী। গত ২০১২-১৩ বর্ষে ওয়েভারস্কিম বাদ দিয়ে সম্পত্তিকর দিয়ে ৫৭০ কোটি টাকা আদায় হয়েছিল। চলতি আর্থিকবর্ষ শেষ হতে আর এক মাস বাকি। এখনও অবধি ৫৫৬ কোটি টাকা আদায় বাকি। 'প্রপার্টি ট্যাক্স ইনক্লুডিং সারচার্জ অন প্রপার্টি ট্যাক্স' সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৩৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। অ্যাসেসমেন্ট দফতরের তথ্য অনুসারে সব মিলিয়ে ৩৭০০ কোটি টাকা সম্পত্তিকর বকেয়া পড়ে আছে। এর মধ্যে ২৯৮ জনের গড়ে কোটি টাকা বকেয়া। কারো কারো ৭ কোটি টাকার ওপর বকেয়া।

এরপর দশের পাতায়

কাজের খবর

মাধ্যমিক পাশদের জন্য রাজ্য সরকারের খাদ্য দফতরে সাব ইনস্পেক্টর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় শূন্যপদ রয়েছে ৫০টি

১১০০ সাব ইনস্পেক্টর রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের বিভিন্ন জেলা অফিসে নিয়োগ করা হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশনের মাধ্যমে এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 01/WBSSC/2014 এক্সামিনেশন কোড-01/M/2014 । শূন্যপদ দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৫০ বাকি অন্যান্য জেলায়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্যে পদ সংরক্ষিত থাকবে। খেলোয়াড়দের জন্যেও সংরক্ষণ থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক তবে বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানা চাই।

বয়স : ১ জানুয়ারি ২০১৪তে বয়সের ১৮-৪০-র মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত প্রার্থীরা নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

খেলোয়াড় নিয়োগের কোড নম্বর অ্যাথলেটিক্স ০১, ব্যাডমিন্টন ০২, বাস্কেটবল-০৩, ক্রিকেট ০৪, ফুটবল ০৫, হকি ০৬, সাঁতার ০৭, টেবিল টেনিস ০৮, ভলিবল ০৯, টেনিস ১০, ভারোত্তলন ১১, কুস্তি ১২, বক্সিং১৩, সাইক্লিং ১৪, জিমনাস্টিক ১৫, জুডো ১৬, রাইফেল শ্যুটিং ১৭, কবাডি ১৮, খোখো ১৯।

বেতনক্রম : ৫ হাজার ৪০০-২৫ হাজার ২০০। গ্রেড পে- ২ হাজার ৬০০।

পরীক্ষা পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল স্টাডিজ, অঙ্ক বিষয়ে মাল্টিপল চয়েজ ও অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন।

আবেদন পদ্ধতি: www.wbssc.gov.in এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন আবেদন করা যাবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মার্চ। অনলাইনে দরখাস্ত পূরণ করে সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাবেন। পূরণ করা দরখাস্তে এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। দরখাস্তের সঙ্গে ফোটো ও সই স্ক্যান করে দেবেন।

অফলাইন পদ্ধতিতে দরখাস্ত করতে চাইলে ওয়েবসাইট থেকে ডাউন লোড করতে পারেন অথবা তথ্য মিত্র কেন্দ্র থেকে ৬ টাকা দিয়ে কিনতে পারেন। এক্ষেত্রে দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন সাব ইনস্পেক্টর অব ফুড রিক্রুটমেন্ট ২০১৪ এবং সাব ইনস্পেক্টর ইন দ্য সাব অডিনেট ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইস সার্ভিস (গ্রেড ৩)।

পাঠাবেন এই ঠিকানায় সেক্রেটারি কাম কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ময়ূখভবন, কলকাতা-৯১।

ফিজ জমা দেওয়ার পদ্ধতি: অনলাইনের মাধ্যমে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের সাহায্যে ২২০টাকা ফিজ দিতে হবে। আসল ফিজ ২০০ টাকা, প্রসেসিং ফিজ ২০ টাকা। তপশিলি ও প্রতিবন্ধিদের শুধু ২০ টাকা প্রসেসিং ফিজ দিতে হবে। ফিজ জমা দেওয়ার পর ই-রসিদের প্রিন্ট আউট নেবেন।

ছবি ছাড়া ই-রসিদ দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন।

অষ্টম শ্রেণি ও মাধ্যমিক পাশেদের রাজ্য পরিবহণে নিয়োগ

কলকাতা, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থায় প্রায় ৩,৫০০ জন ড্রাইভার, কন্ডাক্টর ও মেকানিক নিয়োগ করা হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত প্রার্থীরা সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন।

যোগ্যতা: ড্রাইভার পদের জন্য অষ্টম শ্রেণি ও কন্ডাক্টর পদের জন্য মাধ্যমিক পাশ চাই। ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে ৫ বছরের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণে মেকানিক পদের ক্ষেত্রে অটোমোবাইল মেকানিক ট্রেডে আইটিআই পাশ হতে হবে। ৩ বছরের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়।

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০১৪-তে বয়স হতে হবে ১৮-৪০।

আবেদনপদ্ধতি: কলকাতার ক্ষেত্রে সিএসটিসি অফিসের নোটিস বোর্ডে আবেদনের বয়ান সাঁটা আছে। এছাড়া www. cstconline.com ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করবেন। ৫০ টাকা ফিজ দিতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। কলকাতাতে প্রদেয় এবং ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের অনুকূলে ড্রাফ্ট দিতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের ফিজ লাগবে না। পূরণ করা আবেদনপত্র ডিমান্ড ড্রাফট নিজের ঠিকানা লেখা ৫ টাকার ডাকটিকিটসহ খাম এবং সমস্ত শংসাপত্রের অ্যাটেস্টেড জেরক্স কপি খামে ভরে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায়-- ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিটিও), ৪৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩। চাঁদনিচক মেট্রো স্টেশনের কাছে এই অফিস। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ৫ মার্চ।

উত্তরবঙ্গ পরিবহণের ওয়েবসাইট www.nbstc.in, পাঠানোর ঠিকানা- ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, পরিবহণ ভবন, কোচবিহার-৭৩৬১০৭।

দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণের ওয়েবসাইট www.sbstc.in, পাঠানোর ঠিকানা- ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সাউথবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, ডাক্তার বি.সি.রায় এভিনিউ-৭১৩২০১। এই দুই পরিবহণের ক্ষেত্রে কলকাতার মতোই আবেদন পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

হাতে কলমে সাংবাদিকতা শিখতে চান

আলিপুর বার্তা'র উদ্যোগে

সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শীঘ্রই চালু হতে চলেছে

সহযোগিতায়

গুরুসদয় সংগ্রহশালা

যোগাযোগ করুন-

ড. বিজন কুমার মণ্ডল -৯৪৩৩৩৯৫৭০৮

কুনাল মালিক (আলিপুর সদর)-৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বিশ্বজিৎ পাল (ক্যানিং)-৯৮০০১৪৬৬১৭

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার (সোনারপুর)-৯৭৪৮১২৫৭০০, মেহবুব গাজি (ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ)-৯৮০০৫৭১৯৬৯

সুমনা সাহা দাস (কলকাতা)-৯৮৩০৭১৭৫৬৩।

আসন সংখ্যা সীমিত।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট

৯৭১ জন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর।

শূন্যপদ ও যোগ্যতা: মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি) গ্রেড-৩। জীবনবিজ্ঞানসহ উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। যারা বিএসসি পাশ, তাদের ক্ষেত্রে ১ বছরের ডিপ্লোমা হলেই চলবে।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (এক্সরে-রেডিওডায়াগনস্টিক্স গ্রেড-৩)। জীবনবিজ্ঞানসহ উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে রেডিওগ্রাফি (ডায়াগনস্টিক্স) টেকনোলজিস্টে ২ বছরের ডিপ্লোমা। কোনও সরকারি হাসপাতালে বা সরকার স্বীকৃত চিকিৎসাকেন্দ্রে ট্রেনিং থাকলে অথবা উপরোক্ত টেকনোলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ইসিজি) গ্রেড-৩। জীবনবিজ্ঞানসহ উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ২ বছরের ডিপ্লোমা। কোনও সরকারি হাসপাতালে বা সরকার স্বীকৃত চিকিৎসাকেন্দ্রে ট্রেনিং থাকলে অথবা উপরোক্ত টেকনোলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ১ জানুয়ারি ২০১৪-তে ১৮ থেকে ৩৭'র মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত প্রার্থীরা উপযুক্ত ছাড় পাবেন।

বেতন: ৭১০০ থেকে ৩৭৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩৬০০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: www.wbhrb.in ওয়েবসাইটে থেকে ডাউনলোড করে আবেদন করুন। তপশিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও আবেদন ফিজ লাগবে না। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ফিজ ১৬০ টাকা। নেট ব্যাঙ্কিং অথবা গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোটাল সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী যেকোনও শাখাতে ফিজ জমা দেওয়া যাবে ডুপ্লিকেট চালানের মাধ্যমে। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ মার্চ।

ডায়মণ্ডহারবার পৌরসভা

ডায়মণ্ডহারবার ❁ দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ডায়মণ্ডহারবার পৌরসভার নাগরিক সুরক্ষায় দায়বদ্ধ

অনুমোদিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের পথে

- গঙ্গার জল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত করে পানীয় জল রূপে সরবরাহ।
- কালিনগর শ্মশানে (৫নং ওয়ার্ড) বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণ।
- নিউটাউনে (১৫নং ওয়ার্ড) অত্যাধুনিক বাস-টার্মিনাস নির্মাণ।
- দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের জন্য গৃহ নির্মাণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ।
- ডায়মণ্ডহারবার ফকির চাঁদ কলেজে **Girls' Hostel** নির্মাণ।
- সৌন্দার্য্যায়নের জন্য ওয়ার্ড নং ১৪-র অন্তর্গত ছোট নদীর ধারে **Heritage Light** লাগানো।
- মাননীয় বিধায়ক দীপক হালদারের সহযোগিতায় হসপিটালে আগত রোগীদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য একটি প্রতীক্ষালয় তৈয়ারি।

যেসকল প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে

- কালিনগরে কবরস্থানগুলি সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।
- ডায়মণ্ডহারবার সুভাষঘাটে ভাসমান নতুন জেটি পরিষেবা ইতিমধ্যে চালু হইয়াছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতল পরিবহণ দপ্তর কর্তৃক এবং ডায়মণ্ডহারবার পৌরসভার উদ্যোগে ডায়মণ্ডহারবার হইতে ধর্মতলা পর্যন্ত অত্যাধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত দ্রুতগামী ভল্‌ভো বাস পরিষেবা চালু হইয়াছে।
- ডায়মণ্ডহারবার পৌরসভা কর্তৃক গঙ্গার তীরে অভিনব বৈদ্যুতিক বাতিস্তম্ভ নির্মাণ ও ইতিমধ্যে শহরবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইয়াছে।
- ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য নবনির্মিত সেড্ রোগী সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছে।
- রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের সহায়তায় হসপিটালে ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ চালু হইয়াছে।
- রাজ্য সরকারের পর্য্যটন দফতরের সহায়তায় হাসপাতাল কমপ্লেক্সে **High-Mast Light** লাগানো হইয়াছে।
- স্টেশন মোড় সংলগ্ন এলাকা আলোকিত করতে একটি **High-Mast Light** লাগানো হইয়াছে।

পৌরসভার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করুন।

শ্রী পান্নালাল হালদার
উপ-পৌরপ্রধান
ডায়মণ্ডহারবার পৌরসভা

শ্রীমতি মীরা হালদার
পৌরপ্রধান
ডায়মণ্ডহারবার পৌরসভা

সব চাহিদা পূরণ করব: মমতা

মুখ্যমন্ত্রীর রায়দিঘীর অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ শিলান্যাস ও উদ্বোধন

কুনাল মালিক ● বিশ্বজিৎ পাল

রায়দিঘী: শনিবার দুপুরে সুন্দরবনে রায়দিঘী থানার স্পোর্টস কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে ৪৬টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং ৪৪টি প্রকল্পের উদ্বোধনসহ সুন্দরবন কাপের পুরস্কার বিতরণ, কন্যাশ্রী মেলা ও বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে এলাকায় একটি গ্রামীণ মেলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। স্টেডিয়াম সংলগ্ন জমিতে হরেক পসরা সাজিয়ে দোকানদাররা বসে পড়েন। অস্থায়ী হেলিপ্যাডে বেলা ১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামে। এই স্টেডিয়াম তৈরির জন্য স্থানীয় মানুষদের তিনি স্থানীয় মানুষদের অভিনন্দন জানান। ১০ হাজার ক্রীড়াবিদকে এদিন জ্যাকেট, ট্রাকসুট প্রদানের পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকার ৭৫৭টি ক্লাবকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বর্ষ সুন্দরবন কাপ বিজয়ী দলকে ট্রফি ও ২৫ হাজার টাকার চেক এবং সম্প্রীতি কাপের বিজয়ী সোনারপুর স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ট্রফি ও ২০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। রায়দিঘীর বিধায়ক অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দেবশ্রী আমাদের অতিথি। দেবশ্রীকে রায়দিঘীর মানুষ জিতিয়েছেন বলেই তিনি আজ রায়দিঘীতে এসেছেন। দেবশ্রীর জন্যই রায়দিঘীতে স্টেডিয়ামটি হল। রাজ্য সরকারের উন্নয়ণমূলক কাজের মধ্যে ছাত্রীদের মধ্যে অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৫০০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। কন্যাশ্রী প্রকল্পের এক লক্ষ মেয়ের রেজিস্ট্রি হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৭০ হাজার ছাত্রীকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হল। আগামী বছরের মধ্যে ডায়মন্ড হারবারে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী রায়দিঘীর ৫০ শয্যার হাসপাতালটিকে ১০০ শয্যার করার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রসুতি মায়েদের সবরকম পরিষেবা পাওয়া যাবে হাসপাতালে। তিনি বলেন, সোনাকুঠিতে একটি ব্রিজ পড়ে আছে, শুনেছি ঠিকাদার পালিয়ে গিয়েছে। আগামী দেড় বছরের মধ্যে সেতুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। রায়দিঘীর বিশাল দিঘীটি ১ কোটি টাকা খরচ করে সৌন্দরযায়ন করা হবে।

এখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের যে দাবি, ঠাকুরাইন নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ করার জন্য তা দু'বছরের মধ্যে করে দেওয়া হবে। এর জন্য সেচ দফতর ৫০ কোটি টাকা দেবে। বাকিটা তিনি ব্যবস্থা করবেন। এই জেলায় শীঘ্রই ৯টি আইটিআই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্যানিং ১ ও ২, মগরাহাট ২, জয়নগর ২, পাথরপ্রতিমা, বজবজ ১, মন্দিরবাজারে এই কলেজ তৈরি হচ্ছে। এছাড়া ৪টি পলিটেকনিক ও ৪টি মডেল স্কুল তৈরি হচ্ছে। ১০০টি মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চমাধ্যমিকে পরিণত করার পাশাপাশি ৭৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে। ক্যানিং কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ব্ল্যাড ব্যাঙ্ক তৈরির কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ৫টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান চালু করা হয়েছে।

শিশু সাথী প্রকল্পে ৩ হাজার ছেলেমেয়ের হার্ড অপারেশন করা হচ্ছে বিনা ব্যয়ে। ভাঙরে কিডনি বদলের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। গর্ভবতী ও এক বছর বয়স অবধি শিশুর মায়েদের বিনা খরচে হাসপাতালে আসার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সড়কে ৭৫টি পথসাথী কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এখানে যাত্রীদের বিশ্রামাগার, শৌচাগার, হালকা খাবারের দোকান থাকবে। তৈরি হচ্ছে সংখ্যালঘু ভবন এবং জীবনতলায় ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা। তিনি বলেন, বিগত বাম সরকারের আমলে দু'বছরে ১২ হাজার পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে এই সরকার আড়াই বছরে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার পাট্টা বিতরণ করেছে।

৫০০টি বাসের নতুন পারমিট দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবীদের জন্য পরিচয়পত্র চালু করা হয়েছে। ৩ কোটির বেশি দারিদ্রসীমার নিচের মানুষকে ২ টাকা কিলো দরে চাল দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গ্রামবাংলার অবহেলিত শিল্পীদের জেলা শাসকের অফিসে নাম লেখাতে বলেন। তাদের কাজের উৎকর্ষের জন্য ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। মহিলাদের দ্রুত বিচার পাওয়ার জন্য ৮০টি ফাস্ট ট্রাক কোর্ট ও ১৯টি মানবাধিকার কোর্ট করা হয়েছে। বারুইপুরে তৈরি হবে ফিল্মসিটি। এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মৎস্যজীবীদের হাতে জাল ও হাড়ি, কৃষকদের হাতে পাওয়ার টিলার, ধানঝাড়ার মেশিন, স্প্রেয়ার, কিষান ক্রেডিট কার্ড, পাম্প সেট তুলে দেন।

সংখ্যালঘু সম্বলহীন মহিলাদের বাড়ি তৈরির চেক, ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণের পাশাপাশি মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও মাল্টিজিম তৈরির জন্য চেক তুলে দেন উদ্যোগী ক্লাবদের হাতে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ৪৬টি প্রজেক্টের শিলান্যাস করেন। ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য ২১ কোটি টাকা, সুন্দরবন ব্র্যাণ্ড সংরক্ষণ এলাকার ক্যানিং চাঁদখালিতে প্রোটেকশন ক্যাম্প, বাসন্তী আমঝাড়ায় মোটেল, গদখালি, ঝড়খালি, পাখিরালয় পর্যটন কেন্দ্র ও স্থায়ী জেটি ও ডায়মন্ড হারবারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষাকার্যালয়ের শিলান্যাস করেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আবারও সিপিএমকে একহাত নেন। তিনি বলেন, সিপিএম আমাদের বিরুদ্ধে শুধু কুৎসা করছে। গত ৩০ বছরে বাম রাজত্বে ওরা কি করছে আগে হিসেব দিন। তিনি আরও বলেন, আপনাদের সব চাহিদা পূরণ করব অঙ্গীকার করছি। শুধু আমাকে সময় দিন। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুব্রত বক্সী, কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ সিএম জাটুয়া এবং জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ প্রমুখ।

খাঁকি-উর্দি তাঁর মানবসেবার প্রেরণা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

সোনারপুর: গত সাড়ে তিন বছর ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম বৃহৎ এলাকা সোনারপুর থানা সামলে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত স্থানীয় মানুষের কাছে আইকন হয়ে উঠেছিলেন সোনারপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি। এই মুহূর্তে তিনি সরকারি রুটিনমাফিক অন্য অঞ্চলে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও রাজনীতিকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। এই অঞ্চলে তৃণমূল নেতাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব লেগেই আছে। তার ফলে ঘটা বিভিন্ন গণ্ডগোলকে অত্যন্ত দ্রুত কড়াভাবে মোকাবিলা করতেন। অপরদিকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা সিপিআইএম নেত্রী বিজলী দাস বলেন, আমরা বিরোধী দলের হলেও পুলিশের কাছ থেকে যখনই সাহায্য চেয়েছি সঙ্গে সঙ্গে ফোর্স পাঠিয়েছেন।

রাজপুর-সোনারপুরের প্রাক্তন উপপৌরপ্রধান সিপিআই-এর তড়িৎ চক্রবর্তী সমস্যায় পড়ে সমর্থকদের থানায় পাঠান। তখন প্রসেনজিৎবাবু সদ্য সোনারপুর থানার দায়িত্বে এসেছেন। কিন্তু বামকর্মীরা ফিরে এসে নেতাকে জানায় আইসি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমাদের অভিজ্ঞতা থানায় ইন্সপেক্টরের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভক্ত থাকে পুলিশ কর্মীরা। কিন্তু সোনারপুর থানার কর্মীরা সকলে একবাক্যে বলেন, আমরা অনেক বড়বাবুকে দেখেছি। কিন্তু এর আগে এমন অফিসারকে দেখিনি, যিনি থানায় গাড়ি কম বলে নিজের পয়সায় গাড়ি ভাড়া করে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। দিন-রাত্রি যেকোনও সময়ে ফোন করলেই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু কাজে গাফিলতি করলেই রাতারাতি কর্মীদের বদলি করে দিতেন। নিজের চেম্বারে বসে সিসিটিভিতে লক্ষ্য রাখতেন বাইরে অপেক্ষমান ব্যক্তিরা ক'জন আছেন। থানায় বিবেকানন্দ সার্ধশতবর্ষ, রক্তদান শিবির, পুজোয় দরিদ্র নারায়ণ সেবা, স্বাধীনতা দিবসে ফল বিতরণ করেছেন। জেলার সম্প্রীতি ফুটবল কাপ এখানেই সবথেকে জাঁকজমক সহকারে হয়েছে। সুন্দরবন কাপ উদ্বোধনের দিন নিজে মাইক্রোফোন হাতে খেলার ধারা বিবরণী দিয়েছেন এবং বাংলার ফুটবল অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে রীতিমতো শিক্ষামূলক ভাষণ প্রদান করেন। বিশেষভাবে তিনি খ্যাতির আলোয় এলেন কুখ্যাত আন্তর্জাতিক নারী পাচার চক্রকে ধরে। হাওড়াতে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই ক্রিমিনালরা ট্রেন ধরে ফেলায় সঙ্গে সঙ্গে বিমানে অফিসারদের টিম দিল্লিতে পাঠিয়ে ট্রেন থেকে বালিকাসহ পাচারকারী দলটি নামামাত্রই গ্রেফতার করেন। এই অঞ্চলের মানুষ বলছেন, 'পুলিশ' শব্দটা শুনলেই এতকাল মানুষ ভয় পেত ও কু-কথা বলত। কিন্তু মানুষের কাছে পুলিশ শব্দটির যে প্রকৃত সংজ্ঞা যে মানুষসেবী তা তিনি প্রমাণ করে দিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বিদায়ক্ষণে সুন্দরবন কাপে অংশগ্রহণকারী ৮টি ক্লাবের হাতে ২৫ হাজার টাকা করে প্রশাসনের দেওয়া চেক অর্পণ করা হল শ্রী ব্যানার্জির হাত দিয়ে। আগামী দিনে এই থানায় অপরাধ মোকাবিলা করার জন্য যাদের নিজের হাতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন সেই রাজকুমার দাস, তরুণ রায়, রাজেশ দাস, পিন্টু সরকার, সজল মালাকার, পঙ্কজ কুণ্ডুদের চোখের জলে বিদায় দিয়ে নতুন দায়িত্বে চললেন তিনি।

পাচার হওয়া বালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: চাকরি দেওয়ার নাম করে বিহারে পাচার হওয়া নরেন্দ্রপুরের বালিকা চন্দ্রাণী শী উরফরিয়া (১৬)কে বিহারের ছড়াদানু থেকে উদ্ধার করল সোনারপুর থানা। নাচের ছাত্রী চন্দ্রাণী'র সঙ্গে মালঞ্চ মাহিনগরের বাসিন্দা শুভঙ্কর বেরার (১৯) সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। ওই ছেলেটিকে রাজপুর রথতলার বাসিন্দা বাপি চাকরির টোপ দিয়ে চন্দ্রাণীসহ তাকে বিহারে নিয়ে যায়। তারপর ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে কল্পনা অরকেসট্রা পার্টির কাছে তাকে বিক্রি করা হয়। চন্দ্রাণীরর পরিবার যখন নিখোঁজ কন্যাকে খুঁজছে তখন একদিন মেয়েটি তার মা মধুমিতাকে ফোন করে পরিস্থিতি জানায়। ১৯ ফেব্রুয়ারি শী পরিবার সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ ২৩ তারিখ চন্দ্রাণীকে উদ্ধার করা হয় এবং শুভঙ্করকেও গ্রেফতার করা হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি মোতিহারী কোর্টে তুলে ট্রানজিট রিমান্ড করে ২৬ তারিখ কলকাতায় চন্দ্রাণীকে ফিরিয়ে আনা হয়। পাচারকারী বাপি'র খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

সোনারপুরে সেতুর শিলান্যাস সেচ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: এই অঞ্চলের রাধানগরে মাতলানিহি ক্যানেলের ওপর এতদিন থাকা জরাজীর্ণ কাঠের সেতুর বদলে একটি কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি হতে চলেছে। সম্প্রতি সেতুর শিলান্যাস করতে আসেন রাজ্যের জলসম্পদ ও সেচমন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চার বিধায়ক সোনারপুর (উত্তর) কেন্দ্রের ফিরদৌসি বেগম, সোনারপুর (দক্ষিণ) কেন্দ্রের জীবন মুখোপাধ্যায়, বারুইপুর (পূর্ব)-এর নির্মল মণ্ডল ও ক্যানিং (পশ্চিম)-এর শ্যামল মণ্ডল এবং সোনারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাধাই মণ্ডল ও কামরাবাদ পঞ্চায়েতের সদস্য কৃষ্ণপদ মণ্ডল। বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায় বললেন, এলাকায় বহু জরাজীর্ণ সেতু ছিল। আগের সরকার একের পর এক বাঁশ দিয়ে সাঁকো করে গিয়েছে আর ঋণের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি বলেন, সিপিএমের আমলে শিলান্যাস করার পর ওখানে শুধু কুকুর-বিড়াল ঘুরে বেড়াতো। এই আমলে কাজ শুরু করে দেওয়ার পর শিলান্যাস হয়। আমরা ৯৫টি সেতু হাতে নিয়েছি। এর মধ্যে ৫২টির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তৎপরতার সঙ্গে বাকী ৪৩টি সেতুর কাজ অবিলম্বে শেষ করতে হবে।

কাজের নিরিখে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার সদিচ্ছা সত্যিই তারিফ করার মতো

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় ও মেহবুব গাজি: মাত্র তিনমাস হল ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মীরা হালদার। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও 'নেগেটিভ' নয়, সবসময়েই তাঁর প্রতিটি কথায় প্রতিফলিত হয় 'পজিটিভ' ভাবনা। দু'ভাগে তিনি তাঁর কাজ ভাগ করে নিয়েছেন। এর মধ্যে একটি হল, পুরনো বোর্ডের কাজগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করা। দ্বিতীয়ত, নতুন করে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকে ত্বরান্বিত করা। ডায়মন্ড হারবার শ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লির কাজ প্রায় শেষ শুধুমাত্র বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ বাকি রয়েছে। শ্রীমতি হালদারের বিশ্বাস, খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু যে মূল সমস্যা তাঁকে প্রতিনিয়ত চিন্তায় রাখছে তা হল, রাস্তা পাকা করা এবং ড্রেনের সমস্যা। বিশেষত এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে, যেখানে নতুন করে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। অনেক জায়গাতেই ছিল নয়ানজুলি। সেখানে হাইড্রেন তৈরি করতে গিয়ে ভরাট করতে হচ্ছে অনেকটা জমি। সমস্যা আরও হল, এই এলাকার অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে দখলদারেরা।

৫, ৬, ১১ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে দেখা দিয়েছে নতুন এক সমস্যা। স্টেশন রোড সংলগ্ন এই এলাকায় রেলওয়ের পক্ষ থেকে ডবললাইন করার পর পাশে থাকা খাল অনেকটাই ভরাট করে দিতে হয়েছে। এর ফলে ওইসব এলাকার সাধারণ মানুষজন লাইনের ওপর দিয়ে পার হওয়ার সময় প্রায়শই কাটা পড়ছেন। বর্ষার সময় এলাকাটি নরকে পরিণত হচ্ছে।

শ্রীমতি হালদারের অভিযোগ, অনেকদিনের এই পৌরসভার বেশিরভাগ সময় কাজ চলেছে পরিকল্পনাবিহীনভাবে। তাই তাঁর নেতৃত্বে তৈরি করা হয়েছে মাস্টার প্ল্যান। বলা বাহুল্য, অর্থ বরাদ্দের জন্য মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের।

ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদার।

ডায়মন্ড হারবার সবসময় পর্যটকদের আকর্ষণ করে। তাই পৌরসভা নদীর পাড় বরাবর এর সৌন্দর্যায়নের জন্য বিশেষভাবে তৎপর রয়েছে। এরজন্য প্রয়োজন প্রায় পাঁচ কোটি টাকার। সামগ্রিক পরিকল্পনা জমা পড়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে। একইসঙ্গে নদী সংলগ্ন কেল্লা এলাকায় আলোর ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা করেছে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা। কেল্লাটির এখন চরম ভগ্নদশা কিন্তু এখানে নতুন করে তারা তৈরি করতে চান পিকনিক গ্রাউন্ড। এমনভাবে সেটি সাজিয়ে তুলতে চান যাতে স্থানীয় বা এলাকার বাইরে থেকে আসা সকলেই খুশি হবেন।

এলাকার বেসরকারি হোটেলগুলি সম্বন্ধে কানাঘুষো শোনা যায় বেশ কিছু কথা। কিন্তু পৌরসভার চেয়ারপার্সন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, এখানে এমন কোনও হোটেল নেই, যারা পৌরসভার কাছে থেকে 'ট্রেড লাইসেন্স' না নিয়ে ব্যবসা চালান।

স্থানীয় এলাকায় তেমন কোনও কাজের সুযোগ নেই। কারণ, এখানে কোনও কল-কারখানা নেই। দুটো মাত্র ইট ভাঁটা রয়েছে। তবে সরকারি সাহায্যে সতেরোটা প্রাইভেট স্কুল চলছে।

পৌরসভার উদ্যোগে গরিব মানুষদের জন্য ঘর তৈরির পরিকল্পনার কাজ খুব দ্রুত গতিতেই চলছে। ৫৯১টি ঘরের মধ্যে ৩০০টি তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এক্ষত্রে মোট খরচ লাগে ১ লক্ষ ১৬ হাজার, যার মধ্যে ৮৪ হাজার টাকা দেয় ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা।

গঙ্গার জল শোধন করে তা পানীয় জল হিসেবে বিতরণের কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এখানকার খেলাধুলো, যা সর্বোতভাবে সংগঠিত হচ্ছে স্থানীয় পৌরসভার সাহায্যে। সারা বছর ধরে এখানে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সম্প্রতি পৌরসভার সক্রিয় উদ্যোগে রাজ্যের যুব কল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে ১৭টি স্থানীয় ক্লাবকে 'মাল্টিজিম' বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে।

পৌরসভার ১৬ট ওয়ার্ডের মধ্যে চারটি হেলথ সাব-সেন্টার নিয়মিতভাবে মানুষদের পরিষেবা দিয়ে থাকে। সপ্তাহে দু'দিন করে এখানে মা ও শিশু, বিশেষত গর্ভবতী মায়েদের শরীরের প্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়। এছাড়া পালস পোলিও টিকাকরণের কাজও সঠিকভাবে করা হয়ে থাকে। পৌরসভার উদ্যোগে দু'টি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে জনগণ উপকৃত হন।এখানেই রয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম মাছের আড়ৎ, নগেন্দ্র বাজার। তাদের সকলেই স্থানীয় পৌরসভার কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য চালায়। স্টেশনের কাছে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার অফিসে গেলেই দেখা যাবে, প্রতিদিন সেখানে চলছে অবিরাম কর্মযজ্ঞ। মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য তাদের এই তৎপরতা দেখে সত্যিই তাক লেগে যায়। *ছবি: মেহবুব গাজী*

ADVERTISEMENT

The undersigned are invited from intending Self Help Groups/Registered Co-Operative Societies/Semi Govt. bodies/individuals/ group of individuals as an entity for filling up the Vacancy of M.R. Dealership at Rajnagar Centre under Shibrampur G.P. of Namkhana Block, Dist-South 24 Parganas. If the applicant be indivuals (S), he/she/they should be permanent resident of the concerned Sub-Division. While selecting suitable candidate for offering Dealership licence under the West Bengal Public Distribution System (Maintenance & Control) Order, 2013, preference may be given to Self Help Groups, especially Women Self Help Groups.

For further details, including eligibility criteria, contact the Office of the S.C.(F&S), Kakdwip. Last Date for submission of application in prescribed proforma 19-03-2014 up to 5:00 P.M.

Thanking you,

Sd/-
Sub-Divisional Controller (F&S)
Kakwdip, South 24 Parganas

২৭১(২)/জে.ত.স.দ/২৪ পরঃ(দঃ)/২৭-০২-১৪

বারাসতে কি ম্যাজিক দেখাবেন পিসি সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাদুকর পি.সি. সরকার (জুনিয়র) সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বারাসত কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। অনেকে আশা করছেন, তিনি এই নতুন ভূমিকায় ম্যাজিক দেখিয়ে সংসদে পৌঁছে যাবেন তৃণমূল ও বামফ্রন্টকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে। ঘোষিত বাকি তালিকায় অবশ্য এখনও অবধি তেমন চমক নেই। তবে হাওড়ায় দাঁড়াচ্ছেন অভিনেতা জর্জ বেকার। রাজ্যের চার প্রধান নেতাদের মধ্যে তপন সিকদার প্রার্থী হচ্ছেন দমদম আসনে, তথাগত রায় কলকাতার দক্ষিণে, রাহুল সিনহা কলকাতার উত্তরে এবং প্রাক্তন সাংসদ সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরে।

বাকি ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন ডায়মণ্ডহারবারে অভিজিৎ দাস, মথুরাপুরে তপন নস্কর, উলুবেড়িয়াতে আর.কে মোহান্তি, রানাঘাটে সুপ্রভাত বিশ্বাস, জঙ্গিপুরে সম্রাট ঘোষ, মালদহ উত্তরে সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী, বালুরঘাটে বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, জলপাইগুড়িতে সত্যলাল সরকার, কোচবিহারে হেমচন্দ্র বর্মন, বাঁকুড়ায় সুভাষ সরকার, মুর্শিদাবাদে সুজিত ঘোষ।

ADVERTISEMENT

The undersigned are invited from intending Self Help Groups/Registered Co-Operative Societies/Semi Govt. bodies/individuals/group of individuals as an entity for filling up the vacancy of M.R. Dealership at Mousumi Centre under Mousumi G.P. of Namkhana Block, Dist-South 24 Parganas. If the applicant be indivuals (S), he/she/they should be permanent resident of the concerned Sub-Division. While selecting suitable candidate for offering Dealership licence under the West Bengal Public Distribution System (Maintenance & Control) Order, 2013, preference may be given to Self Help Groups, especially Women Self Help Groups.

For further details, including eligibility criteria, contact the Office of the S.C.(F&S), Kakdwip. Last Date for submission of application in prescribed proforma 19-03-2014 up to 5:00 P.M.

Thanking you,

Sd/-
Sub-Divisional Controller (F&S)
Kakwdip, South 24 Parganas

২৭৯(২)/জে.ত.স.দ/২৪ পরঃ(দঃ)/২৮/০২/১৪

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১ মার্চ-৭ মার্চ, ২০১৪

বিশ্ববাংলা ‘সার্থক হোক’

বাংলা থেকে বিশ্ববাংলার চেতনা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক। এই ভাষায় বিশ্বময় বহু মানুষ ভাব বিনিময় করেন আর এই ভাষাতেই রবি ঠাকুর-স্বামীজি-নেতাজি প্রথম ‘মা’ বলে ডেকেছিলেন। বাংলা ভাষায় যেমন আস্ত একটি দেশ বিশ্বমানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে আছে তেমনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই। ওপার বাংলার মানুষজন যতটা তাঁদের জাতীয় ভাষাকে সম্মান ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে আমরা ততটাই উদাসীন এবং আনুষ্ঠানিক। ভারতের একটি আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে মেনে নেওয়ার কারণেই আজ বাংলা ভাষা স্ব-ভূমিতেই পরবাসী। ইংরাজি জানা শিক্ষিত ব্যক্তিরা তৃণমূল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য নন তেমনি বাংলা ভাষার গুরুত্ব হীনতার কারণে বহু ভাল বাংলা জানা ছাত্রছাত্রীরা আজ বৈষম্যের শিকার। কথা ছিল আইন আদালতে, হাটে বাজারে হিন্দী কিংবা ইংরাজির পাশে বাংলা তাঁর আপন গরিমায় স্থান করে নেবে। উচ্চ শিক্ষায় ভাষা হিসেবে বাংলার গুরুত্ব বাড়ানো হবে। কেউ কথা রাখেনি। বাস্তবে দেখা গিয়েছে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ইংরাজি ভাষার প্রতি প্রেম। একি শুধু দুশো বছরের ব্রিটিশ পরাধীনতার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি দুর্বলতার কারণে তা একমাত্র সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। বাংলার ছেলেমেয়েদের বাংলায় ভাল জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বাংলার মাটিতেই উপযুক্ত কাজকর্ম ও নিয়োগ পেতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা প্রসূত বিশ্ববাংলা শুধু যেন কথার কথা না হয়, শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের ভিড়ে হরিবে না যায়।

বাংলার প্রশাসন, বুদ্ধিজীবী-শ্রমজীবী সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রতি চিন্তা চেতনা, শ্রদ্ধা জাগরণের জন্য সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। কামদুনী থেকে কামদেবপুর নানা কলঙ্কজনক ঘটনা সম্প্রতিকালে এই বাংলার মাটিতে ঘটেছে। বাংলার ঐতিহ্যবিরোধী ঘটনা কমে যাবে যদি দেশমায়ের মঞ্চে মাতৃভাষার গুরুত্ব, সাহিত্য সংস্কৃতি রুচির সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে সমন্বয় করা যায়।

অমৃতকথা

১৮৭। মফঃস্বলের নায়েব, প্রজার ওপর কত অত্যাচার করে, কিন্তু জমিদারের কাছে এসে সকালে বিকালে জপতপ করে, প্রজার ওপর খুব সদ্ব্যবহার করে, কোনওরকম নালিশ উপস্থিত হলে বিশেষরূপ তদন্ত করে সদ্বিচার করতে চেষ্টা করে, সঙ্গগুণে ও জমিদারের ভয়ে অত্যাচারী নায়েবও ভাল হয়ে যায়।

১৮৮। ভিজে কাঠ উনুনের ওপর রাখলে তাপ লেগে তার জল শুকিয়ে জ্বলে ওঠে, সেইরকম সাধুসঙ্গে সংসারী লোকের ভেতর কামিনী-কাঞ্চন-রূপ জল শুকিয়ে গিয়ে বিবেক আগুন জ্বলে ওঠে।

১৮৯। কি রূপে জীবন যাপন করতে হবে?

ঝিকনে কাঠি দিয়ে যেমন মাঝে মাঝে উনুন নেড়ে দিতে হয়, তাতে নিবু নিবু আগুন উস্কে ওঠে, সেইরকম সাধুসঙ্গ করলে মনকে সতেজ করা চাই।

১৯০। কামারশালার আগুন যেমন জাঁতা টেনে মাঝে মাঝে তাইয়ে রাখে, সেই কম সাধুসঙ্গ করে মনকে তাইয়ে রাখা উচিত।

১৯১। সমাধি অবস্থায় আপনার মনে কি ভাব হয়? জ্যান্ত মাছকে পুকুরে ছেড়ে দিলে তার যেমন আনন্দ হয়।

১৯২। মানু - মানহুঁস, অর্থাৎ যার হুঁস হয়েছে, তাকেই মানুষ বলা যেতে পারে। (হুঁস অর্থে জ্ঞান লাভ।)

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

‘আম’এর দাপটে গেরুয়া ও লালের ঝড় থমকে দাঁড়াবে পশ্চিমবঙ্গে

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

মাস্টার্স স্ট্রোক দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগাযোগ করেছিলেন প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারের সঙ্গে। তিনি সাড়া দিয়ে জানিয়েছেন, মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দলের হয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রচারও করবেন। সকলেই জানেন, আন্না হাজারে এতদিন কোনও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি বা কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচারও করেননি। আম আদমি পার্টির সঙ্গে একদা তাঁর যোগাযোগ সর্বজনবিদিত। কিন্তু এবারে বিরক্ত হয়ে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, এবার থেকে ওদের হয়ে কোনও প্রচার করবেন না, আবার বিরোধিতাও করবেন না। প্রশ্ন উঠতেই পারে, মমতার প্রতি আন্নার এই সুদৃষ্টি পড়ার কারণ কি? এর কারণ হল দুটো। এক, তৃণমূল সুপ্রিমোর অনাড়ম্বর জীবন। তিনি কোনও সরকারি বাড়িতে থাকেন না। কোনও সরকারি গাড়ি নেন না। এমনকী মাসিক বেতনটাও তিনি গ্রহণ করেন না। দুই, আন্না হাজারে ১৭ দফা দাবি সম্বলিত একটি চিঠি সব রাজনৈতিক দলকে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ তার উত্তর দেয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নরেন্দ্র মোদী-ঝড় যেভাবে দেশব্যাপী আছড়ে পড়ছে সেখানে তার প্রতিরোধে একমাত্র অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিশ্বাস আন্না হাজারের হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামী লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি একটা আসনও না পেতে পারে। তাই এই রাজ্যের বিয়াল্লিশটি আসন যে মোদীর অঙ্ক থেকে বাদ দেওয়াই আছে, একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মমতা চাইছেন পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য রাজ্যে জাল বিস্তার করতে। তাই ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, বিহার, অসম, ওড়িশা এমনকী অরুণাচল প্রদেশেও প্রার্থী দিতে। তিনি আন্নাজীকে অনুরোধ করেছেন, কিছু কিছু বাইরের রাজ্যে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উপদেশ দিতে। ইতিমধ্যেই কমলপতি ত্রিপাঠির নাতনি ইন্দিরা যোগ দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তিনি জোড়াফুল প্রতীকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বারাণসী কেন্দ্র থেকে। প্রসার ভারতীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান আই.এ.এস. অরুণ ভাটনগরকে প্রদেশ সভাপতি করে মধ্যপ্রদেশে গঠিত হয়েছে সেখানকার রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। শোনা যাচ্ছে, শ্রী ভাটনগর জব্বলপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এছাড়াও দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এস.এন.গুপ্তা দিল্লির কোনও কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের হয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হবেন।

সার্বিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সারা দেশে একটা ব্যতিক্রমি আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

চাল থাকলে যেমন তার মধ্যে কয়েকটা কাঁকর থাকে, তেমনই হাজার ভাল কাজ করলেও সমালোচনা করার লোকের অভাব হয় না।

সারা দেশের মানুষ মাত্র কয়েকদিনের জন্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অনেকেই ভাল ভাল চাকরি ছেড়ে সর্বস্ব পণ করে দাঁড়িয়েছেন অরবিন্দের পাশে। তার পাশাপাশি দেশের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছেন। আর আন্না হাজারের সততা, নির্লোভ চিন্তাভাবনা পৃথিবীর নবম আশ্চর্যে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞজনদের মতে, দেশগড়ার কাজে, নির্বাচনে অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে আন্না হাজারেকে পাশে পাওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টাকে সবাই সাধুবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু চাল থাকলে যেমন তার মধ্যে কয়েকটা কাঁকর থাকে, তেমনই হাজার ভাল কাজ করলেও সমালোচনা করার লোকের অভাব হয় না। বিশেষত, বাঙালি তো এই কাজে সিদ্ধহস্ত। কারও সামান্য উত্তরণ হলেই তাকে কি করে টেনে নিচে নামানো যায় - তা নিয়ে গবেষণার কাজ চালু করতে দেরি হয় না।

দুটি বেসরকারি সংস্থার সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২৯টি আসন পেতে পারে। এই সমীক্ষা করা হয়েছে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তারপর প্রেক্ষাপট বদলে গিয়েছে। সমঝোতা হয়েছে মমতা-হাজারের। সারা দেশে তৃণমূলের বার্তা পৌঁছে গিয়েছে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দলের প্রার্থী ঘোষণা করার পরে পরিস্থিতি আরও উন্নতি হবে আশা করা হচ্ছে। কারণ, এখন তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অনেক সু-সংগঠিত হয়েছেন। তবে চিন্তার বিষয় হল, তৃণমূল সুপ্রিমোর পরে তেমন কোনও নেতা বা নেত্রী নেই, যিনি হাল ধরতে পারেন। মমতার পক্ষে তো সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বিশেষত হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে কার ভাবমূর্তি দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে।

তা সত্ত্বেও আশা করতে অসুবিধা হয় না, আন্না হাজারে ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোট পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, রাজ্যের বাইরেও বাড়তি চাপ ফেলতে সক্ষম হবে। বিরোধীদের পক্ষে বিশেষত বামফ্রন্টের দলগুলির ক্ষেত্রে অবস্থা এখন অত্যন্ত প্রতিকূল। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড ভর্তি হয়ে গেলেও তাদের ভোটের শতাংশ নেমে এসেছে ৩২-এ। তৃণমূল কংগ্রেসের গত নির্বাচনের সহযোগী দল এস.ইউ.সি.কে দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই নরেন্দ্র মোদীর অশ্বমেধ ঘোড়া যে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে প্রবল ধাক্কা খেয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

পাঠকের কলমে

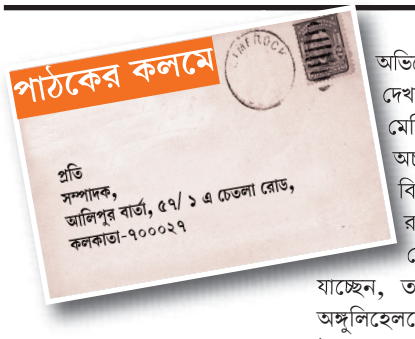

লালবাড়িতে কি মৌষলপর্ব শুরু হয়েছে

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সিপিআইএম দলের অন্তর্কলহ দেখে মহাভারতের মৌষল পর্বের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ শেঠ যাঁর নামে একাধিক দুর্নীতি এবং শৃঙ্খলাহীনতার অভিযোগ আছে, তাঁকে ছাড়া দেখা যাচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরের সিপিএম অচল। একজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাজ্যস্তরের নেতারা যখন জেলায় তদন্ত করতে যাচ্ছেন, তখন অভিযুক্ত নেতার অঙ্গুলিহেলনে তদন্তকারী নেতাদের উপর আক্রমণ ও মর্যাদাহানি চলল। অথচ, এই নেতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন রাজ্য নেতৃত্ব কারণ লক্ষ্মণ শেঠের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিলে নির্বাচনের আগে পূর্ব মেদিনীপুরের সিপিএম নাকি অথৈ জলে পড়ে যাবে।

লক্ষ্মণ ছাড়া ওই জেলায় সিপিএমের কোন সংগঠন নেই।

অপরদিকে, গত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকে রেজ্জাক মোল্লা একের পর এক দলের শীর্ষনেতৃত্বের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে যাচ্ছিলেন। অথচ, গত আড়াই বছর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের লালভবনের বিধাতারা তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহস পাননি। লক্ষ্মণবাবু এই মুহূর্তে রাজ্যের সম্পাদকমণ্ডলীকে ভাঁড়েদের সমাবেশ বলে অভিহিত করেছেন। অপরদিকে রেজ্জাক মোল্লা দেখছেন, তাঁর পায়ের তলার মাটি যথেষ্ট নরম। তৃণমূলের আক্রমণে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তাঁর সাংগঠনিক ভিত্তিও নড়ে গেছে, তাই এতকাল শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব আউড়ে এখন শেষ বয়সে ধর্ম-বর্ণগত অবহেলার থিওরি আওড়াতে শুরু করেছেন। বুঝতে পেরেছেন, এছাড়া তাঁর আর বাঁচার গতি নেই।

কারণ তৃণমূলে তিনি যোগদান করতে পারবেন না। আবার সিপিএম-এ তিনি ব্রাত্য। তাই শেষ উপায় তথাকথিত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে বেঁচে থাকা। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যত কি, তা এইসব ঘটনা অনুধাবন করলে শিউরে উঠতে হয়।

স্বপন মহাপাত্র
ডায়মন্ড হারবার
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

রাজ্য রাজনীতি

২১ জুলাই-এর ফাইল কোথায় বুদ্ধবাবু জানেন না

২১ জুলাই কমিশনে এসে ওইদিনের ঘটনা সংক্রান্ত ফাইল খুঁজে বের করার জন্য রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা একটা কমিশন গঠন করার ইঙ্গিত দিলেন। কমিশনে সাক্ষ্য দিতে এসে বুদ্ধবাবু বলেছেন, সেদিন মহাকরণ দখলের চেষ্টা হয়েছিল। তাই বাধ্য হয়েই পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। কংগ্রেসের অন দরমহলে ও এদিনের আগে দালনের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ ছিল। কমিশনে জেরার মুখে বুদ্ধবাবু বলেন, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব এবং বর্তমানের বিদ্যুৎমন্ত্রী মনীশ গুপ্ত এই ঘটনার সবকিছু জানতেন। আমি তখন তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ছিলাম। সরকারের পক্ষে সংবাদমাধ্যমকে 'ব্রিফিং' করতাম। পুলিশের প্রাথমিক রিপোর্টে জেনেছি, ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ৬০-৭০ জন পুলিশ আধিকারিক সেদিনের ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। পুলিশ কমিশনার প্রথমে একটি রিপোর্ট দেন স্বরাষ্ট্রসচিবকে। আমি তা পাঠিয়ে দিই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু'র কাছে। জ্যোতিবাবু সেই রিপোর্ট আমায় পড়তে দেন। ঘটনা নিয়ে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আমার কথাও হয়। তবে এগজিকিউটিভ রিপোর্ট আমি দেখিনি।

কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, তবে সব গুলিচালনাকে নিন্দে করা যায় না।

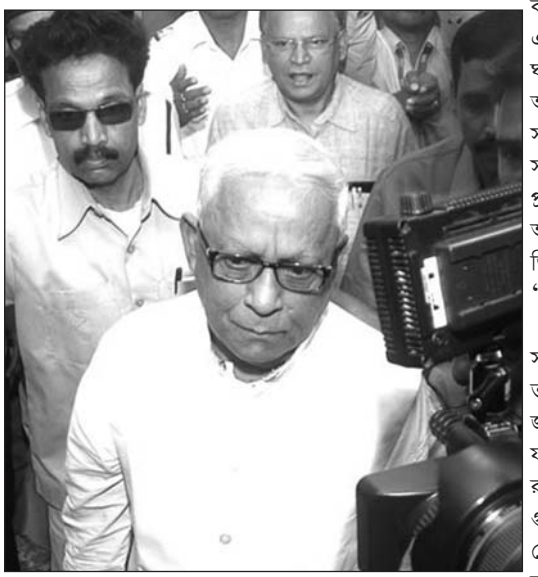

প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো পুলিশমন্ত্রী ছিলেন না। তবে দলের নির্দেশে পুলিশ দফতরের দেখাশোনা করতেন। তাই তিনি কেন এতদিন পরে ২১ জুলাই-এর ঘটনা সাফাই গাইছেন। আরও প্রশ্ন উঠেছে, '৯৩ সালের পর থেকে ২০১১ সাল অবধি বামফ্রন্ট রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্বে ছিল। অর্থাৎ দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে তিনি এই ফাইলগুলির 'কস্টোডিয়ান' ছিলেন।

অথচ ২১ জুলাই সংক্রান্ত ফাইল কোথায় গেল তার কোনও হদিশ তিনি জানেন না। এইভাবে সংশ্লিষ্ট ফাইলের দায় নিতে তিনি রাজি নন! তাছাড়া গুলিচালনার সপক্ষে তিনি যেভবে সাফাই গাইছেন তাও রাজনৈতিক মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

রাজ্যের বর্তমান ক্রীড়া ও পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র দাবি করেছেন, সেদিনের ঘটনায় একজনও পুলিশকর্মী আহত হননি। তিনি বলেন, যদি এর সপক্ষে প্রমাণ দিতে পারেন, তাহলে মন্ত্রীত্ব তো বটেই রাজনীতি ছেড়ে দেব। একই অভিযোগ করেছেন বর্তমান সাংসদ সৌগত রায়।

তৃণমূল কর্মী খুনে আরএসপি'র দিকে অভিযোগের তীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: রবিবার রাতে বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের গৌড়দাস পাড়া গ্রামে এক দুষ্কৃতী দলের গুলিতে অসিত মান্না (৫৪) নামে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয় এবং জখম হন অমিত মান্না, প্রবীর মণ্ডল, অনিল শাসমল ও মন্টু হালদার নামে চার কর্মী। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃত অসিত মান্নার দাদা অরবিন্দ মান্না জয়ী হয়ে বাসন্তী ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি দফতরের কর্মাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব নেন।

আহত তৃণমূল কর্মী। (ইনসেটে)নিহত অসিত মান্না।

ওদিকে জখম ব্যক্তিদের প্রথমে ক্যানিং হাসপাতালে ও পরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অসিত মান্নাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

জখম অমিত মান্না জানিয়েছেন, অসিত মণ্ডলের বিল্ডার্সের দোকানে রবিবার রাতে বসে হিসেব নিকেষের সময় ৬ দুষ্কৃতী দুটি মোটরবাইকে এসে এলোপাথারি গুলি চালাতে থাকে এবং জখম ব্যক্তিদের সোনার আংটি, মোবাইল ও দোকানের ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

তাঁর অভিযোগ যেহেতু তাঁরা তৃণমূল করেন তাই আরএসপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শাজাহান সর্দার নামক এক ব্যক্তিকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা, ১টি সোনার আংটি, ২টি নাইন এমএম পিস্তল, ১২ রাউন্ড কার্তুজ, ২টি মোটরবাইক উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী মন্টুরাম পাখীরাও এই ঘটনায় আরএসপি'র প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অপরদিকে বাসন্তী কেন্দ্রের আরএসপি বিধায়ক সুভাষ নস্কর বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল এ ধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে। প্রশাসনের উচিত নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া।

বাধ্য হয়ে তাড়াতে হল রেজ্জাককে

প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্তের কথা জানার পর তিনি বলেন, বিমানবাবুদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সরাসরি বলেছেন, 'মোস্ট ওয়েলকাম'। তিনি তাঁর শরীরী ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, এখন থেকে আমি মুক্ত। নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে রাজনীতি করতে পারব। প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, আমি এখনও নিজেকে পুরোপুরী বামপন্থী হলে মনে করি। তবে ভেজাল বামপন্থার ঘোরতর বিরোধী।

সিপিআই(এম) দলের ভিতরে অতীতেও একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। দল, প্রাক্তন ক্রীড়া ও পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীকে বারবার অসম্মান করেছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে দল তাঁকে রাজ্য কমিটিতে জায়গা দিয়েছিল। এই ক্রমাগত অসম্মানের সুবাদে বারবার সুভাষ চক্রবর্তী সরাসরি পার্টির বিরোধিতা করেছেন। এমনকী এক সময় তিনি দল ছেড়ে নতুন দল তৈরির পরিকল্পনাও করেছিলেন। সেই নতুন দলের শহীদ মিনারে সমাবেশ করার আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু'র অনুরোধে সুভাষ চক্রবর্তী দলের বিরোধিতা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। রেজ্জাক মোল্লা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে তাঁর নতুন দলের নাম ঘোষণা করেছেন। 'সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চ' এই নামে তাঁর দল আগামী বিধানসবায় প্রার্থী দেবে বলেও জানা গিয়েছে। রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তথা সিপিআই(এম) নেতৃত্বের সংঘাত শুরু হয়, সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের সময় থেকে। তারপর আসে নন্দীগ্রাম কাণ্ডে। আদ্যন্ত চাষির ঘরের মানুষ রেজ্জাক কিছুতেই চাষিদের কাছে থেকে জোর করে জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। অথচ ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার ভূমিরাজস্ব দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে একবারের জন্যও বুদ্ধবাবুরা আলোচনা করেননি বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে। তাই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে রেজ্জাক বলেছিলেন, হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চাইছে।

রাজ্য সিপিআই(এম) নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রেজ্জাক মোল্লা বর্ণবাদের আধিপত্য চালানোর অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, দলে সংখ্যালঘুরা নেতৃত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে দলের পক্ষ থেকে বারবার তাঁকে বেফাঁস কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি তা শোনেননি। ১৯৬৯ সালে তিনি দলের সদস্যপদ পেয়েছেন। অর্থাৎ ৪৫ বছর ধরে তিনি সিপিআই(এম) দলের সঙ্গে যুক্ত। সত্ত্বেও দলের যথাযথ দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়নি। একইসঙ্গে একদা দলের সম্পদ লক্ষণ শেঠ আজ তাঁর নিজের দলেই ব্রাত্য হয়ে গিয়েছেন। ৩৪ বছরের শাসনকালে একবারের জন্যও মনে হয়নি, সিপিআই(এম) দলের ভিতরটা এত ফাঁপা। অথচ এখন প্রায় প্রতিদিন তাসের ঘরের একএকটি তাস ঘসে পড়ছে। শোনা যাচ্ছে, অনেক সিপিআই(এম) নেতা-নেত্রী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়াতে আগ্রহী নন। অন্যদিকে রাজ্যসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা দিল্লির সিপিআই(এম) নেতৃত্বকে কড়া বার্তা দিতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাই এই ব্যাপক ডামাডোলের মধ্যে সিপিআই(এম) কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মন্দিরবাজারে রেভারেন্ড জ্যাকসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: তিন দিনের কলকাতা সফরে এসে মার্কিন নাগরিক অধিকার কর্মী রেভারেন্ড জেসি জ্যাকসন মঙ্গলবার মন্দিরবাজারের খেলাঘর নামে একটি প্রাইমারি স্কুলের শিশু উৎসবের সূচনা ও স্কুল ভবনের উদ্বোধন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব অমিত কিরণ দেব। পরে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একাধিকবার প্রার্থী হওয়া জ্যাকসন। জ্যাকসন প্রত্যন্ত এলাকার খুদে পড়ুয়াদের প্রতিভায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি পিছিয়ে পড়া এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় নাচ, গানের মাধমের ওপর জোর দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গেও কথা বলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তৃতীয় বিশ্বে শিক্ষায় মানোন্নয়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রত্যন্ত গ্রামে এটিএম চালু প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মঙ্গলবার দুপুরে ক্যানিং থানার কার্গিল পাড়া এলাকায় ক্যানিং ১ ও ২ ব্লকের ৬০১ জনের হাতে শ্যামল সেন কমিশনারের ব্যবস্থাপনায় সারদা কোম্পানির বিনিয়োগকারীদের চেক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস উপস্থিত ছিলেন। জনগনের হাতে চেক তুলে দিয়ে বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে ব্যাঙ্কিং ও এটিএম পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই ক্যানিং (পশ্চিম)-এর ১০টি পঞ্চায়েত এলাকা বেছে নেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্প চালু করার জন্য।

ঘুটিয়ারি শরিফে সেতু নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সোমবার বিকেলে ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকে বাঁশড়া ও নারায়ণপুর অঞ্চল সংযোগকারী ঘুটিয়ারি শরিফ ঢালাই ব্রিজ উদ্বোধন করেন রাজ্যের সেচ ও জলসম্পদ মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জি। তিনি বলেন, ক্যানিং ২ ব্লকের তাম্বুলদহ-১ পঞ্চায়েতের ঘুঘুখালির সঙ্গে আঠারো বাঁকী পঞ্চায়েতের হেঁদিয়া সংযোগস্থলে করতোয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণ হলে জেলার অন্য অঞ্চল ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

ঘটবে। তিনি আরও বলেন, বিগত সরকারের আমলে ৬টি কংক্রিটের সেতু নির্মাণ হয়েছিল। সেখানে বর্তমান সরকার ৯৪টি সেতু করেছে ও ৪৪টি সেতুর কাজ সম্পন্ন করেছে। আগামী বছর আরও ৪৩টি সেতু নির্মিত হবে। বিগত সরকার ১০০ কিলোমিটার খাল নদী সংস্কার করেছিল সেখানে বর্তমান সরকার ৩৩০ কিলোমিটর খাল নদী সংস্কার করেছে। সারা ভারতবর্ষ থেকে গাজীবাবার মাজারে আসেন দর্শনার্থীরা। তাই মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই ব্রিজটি নির্মাণ করার। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে মাত্র ১ বছরে সেতুটির কাজ সম্পন্ন হল।

জরদাপাড়ে জল্পেশের পীঠে

স্থানীয় মানুষেরা বলেন জল্পেশ, জটিলেশ্বর ও বটেশ্বর তিন দেবতার দেশ জলপাইগুড়ি। বাংলার অন্যতম প্রাচীন তীর্থ এই জল্পেশ। যেখানে শিব লিঙ্গটি অনাদি রূপে পূজিত হন। কত বছর আগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার কোনও হদিস পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন, কোচবিহারের রাজা প্রাণ নারায়ণ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। আবার অনেকের মতে, আসামের জনৈক রাজা এই দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানের ১২৪ ফুট বাই ১২০ ফুট আয়তনের ও ১২৭ ফুট উচ্চতার মন্দিরটি অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছে। এর আগের যে মন্দিরটি ভূমিকম্পের ফলে ভেঙে গিয়েছিল তা নাকি উচ্চতায় এর তিনগুণ ছিল। তিনতলা বিশিষ্ট মন্দিরের চূড়াটি জল্পেশ দেবের প্রতিরূপ বলেই মনে হয়।

প্রায় চারশো বছরের ওপর এই মন্দিরে শিব চতুর্দশী মেলা হয়ে আসছে। পাশেই বয়ে যাচ্ছে জরদা নদী। তীর্থ যাত্রীরা নদীতে স্নান সেরে সেই ভিজে কাপড়েই মন্দির সংলগ্ন কুণ্ডে আবার ডুব দিয়ে পুজো দিতে যান। কাছেই ভুটান। তাই ভুটান থেকে অজস্র ব্যবসায়ী পাহাড়ি কুকুর, ভেড়া, ঘোড়া, স্থানীয় হস্ত নির্মিত ধাতব শিল্পদ্রব্য এনে পসরায় বসেন। যতই স্টিলের বাসনের চল হোক না আজকাল, এ মেলা থেকে কাঁসা-পিতল-পাথরের বাসন কেনেন না এমন মানুষ পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি বেতের কাজ, মাটির পুতুলসহ মৃৎ শিল্পের বিভিন্ন সৌখিনদ্রব্য কেনাকাটার সঙ্গে সঙ্গে তাল পাতার ভেপুর শব্দে মেতে উঠে বালকবালিকাসহ সব মানুষেরাই ঝাঁপিয়ে পড়েন নাগরদোলায় পাক খেতে। আর তার সঙ্গে বাউল গান তো আছেই। পাঁপড়-জিলেপি থাকলেও এখানকার প্রধান আকর্ষণ কিন্তু নাড়ু আর খই। স্থানীয় মানুষেরা বলেন, এই মেলায় কেনা খই আর নাড়ুর স্বাদই আলাদা। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় মেলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মেলার সময় ছাড়াও অন্য সময়ও জল্পেশে যেতে পারেন।

যাওয়া-থাকা: শিয়ালদহ বা হাওড়া থেকে উত্তরবঙ্গ বা অসমগামী যে কোনও ট্রেনে নিউজলপাইগুড়ি নেমে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে চলুন ময়নাগুড়ি। এই শহর থেকে মন্দিরের দূরত্ব মাত্র ৭ কিলোমটার। মেলা মরশুমে জলপাইগুড়ি-কোচবিহার থেকে স্পেশ্যাল বাস পাবেন জল্পেশ যাওয়ার জন্য।

শহর থেকে দূরে

নবদ্বীপ ও মায়াপুর

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপ গাড়ি বা রিকশায় চেপে দেখে নিতে পারেন সোনার গৌরাঙ্গ বাড়ি, শ্রীবাস অঙ্গন, মণিপুর রাজবাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মভিটে, পোড়ামামদির, প্রতাপনগর অরবিন্দ মঠ, ভবতারণ শিবমন্দির, কোলেরডাঙা সারস্বত মঠ প্রভৃতি।

রিকশা কিন্তু দরদাম করে নেবেন। একদিনের ছুটিতে ঘুরে আসা যায়। তবে ইচ্ছা হলে বেশ ক'দিন থাকতে পারেন। গঙ্গা পেরিয়ে চলুন মায়াপুর। ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরে পঞ্চতত্ত্ব বিগ্রহ আছে। এছাড়াও রয়েছে সখীসহ রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্তি। প্রভুপাদের পুষ্প সমাধি মন্দিরও ইসকনের অন্যতম দ্রষ্টব্য। মায়াপুরে এছাড়াও দেখবেন বল্লাল সেনের ঢিপি, যোগপীঠ, রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির, চাঁদ কাজীর সমাধি

প্রভৃতি।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া থেকে কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লোকালে নবদ্বীপধাম। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে কৃষ্ণনগর পৌঁছে বাসে বা গাড়িতে মায়াপুর যাওয়া যায়। ধর্মতলা থেকে সরাসরি সরকারি বাসও যাচ্ছে।

কোথায় থাকবেন: থাকার জন্য ইসকনের অতিথিশালা আছে। তবে রাত্রিবাসের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র আবশ্যক। বুকিংয়ের জন্য -০৩৪৭২-২৪৫-৬২০,২৫০, কলকাতায় - ০৩৩-৩২৪৮৮০৪১।

শিবভূমি বিহারীনাথ

বাংলার আরাকু মনে করা হয় বিহারীনাথকে। বাঁকুড়ার সর্বোচ্চ পাহাড় বিহারীনাথকে ঘিরে সুন্দর উপত্যকা। সবুজের মলাটে মোড়া উপত্যকায় আয়নার মতো জলাশয়।

শালের জঙ্গলে পাতাঝরার উৎসব। উত্তুরে বাতাসে পাতার ওড়াউড়ি। বিহারীনাথ পাহাড়ের পাদদেশে বিহারিনাথ ধাম। শিব, দুর্গা ও কালীর মন্দির নিয়েই ধামের পরিবেশ। প্রতিবছর শিবরাত্রিতে ভক্ত সমাগম হয় বিহারীনাথে।

কীভাবে যাবেন: হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে আসালসোল, রানিগঞ্জ বা দুর্গাপুর যে কোনও স্টেশনে নেমে যাওয়া যায় বিহারীনাথ। সঙ্গে গাড়ি রাখাই উচিত হবে।

কোথায় থাকবেন: এখানে থাকবার জন্য অতিথি ভবন আছে। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে হবে - ৯৭৩২৩৬৫১০১।

সবনম মেডিকেল অ্যান্ড সাহিল এন্টারপ্রাইজ

গ্রাম: মামুদপুর, পোস্টঅফিস ও থানা: মগরাহাট
জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মানব সেবায় অনন্য নজির গড়েছে ‘মানব সেবা সমিতি’

মানব সেবা সমিতির সহসভাপতি মৃদুল হালদার (বাঁদিকে) ও সভাপতি বিষ্ণুপদ কয়াল। ছবি : মেহবুব গাজী

নিজস্ব প্রতিনিধি: একেক সময় মনে হয়, দেশটার বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সব কিছুই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো এমন কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে এখনও মনুষ্যত্ব লুকিয়ে আছে। এরকমই দু'জন মানুষ হলেন, ডায়মন্ড হারবার মানব সেবা সমিতির সভাপতি বিষ্ণুপদ কয়াল এবং সহ-সভাপতি মৃদুল হালদার। ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন বিষ্ণুপদবাবু। কিন্তু মন পড়েছিল মানুষের দুর্দশা দূর করার জন্য। তাই মাঝপথেই ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেন। তারপর নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করেন মানব সেবায়। মৃদুলবাবু ছিলেন আউট অ্যান্ড আউট স্পোর্টসম্যান। এক্ষেত্রে বোধহয় সেইজন্য মনটা তাঁর অনেক বেশিমাত্রায় প্রসারিত হয়েছে। তিনিও সর্বতোভাবে এগিয়ে আসেন মানুষের সেবা করার জন্য।

মানব সেবা সমিতি প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিশু তথা তরুণ-তরুণীদের খেলাধুলোর উন্নতি করা আশু প্রয়োজন। আজও এদেশের বহু মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। তাই সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতিমধ্যেই সেখানকার স্থানীয় ব্লকে ‘সেরাম’ সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে প্যাথলজি ও ডায়গনসটিক সেন্টার খোলার কাজ শুরু হয়েছে। কুলপি, সরিষা, সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপসহ বিভিন্ন এলাকাকে নির্দিষ্ট করে সমিতির কাজ এগিয়ে চলেছে, যার মূল কেন্দ্র করা হয়েছে ডায়মন্ড হারবার শহরকে।

ওই অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুলে খুবই গরিব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। সমিতির পক্ষ থেকে সেখানকার কিছু স্কুল ও তাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সমিতির পক্ষ থেকে কুলপিতে একটি আই.টি সেক্টর গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি যাতে আরও বেশি করে তাদের কাজ করতে পারে তার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এলাকায় বসবাসকারী থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসার ভার তারা সানন্দে বহন করে চলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম সমস্যা হল, নারী পাচার। এখানকার অভাবী মানুষদের অভাবের সুযোগ নিয়ে অনেক মেয়ে অকালে পাচার হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা যদি কোনওসময় ঘরে ফিরে আসতে চান, সমাজ তাঁদের ফেরার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। তাই এই সব সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া মেয়েদের পুনর্বাসন দেওয়ার কাজকে ত্বরান্বিত করা, বৃদ্ধাবাস এবং অনাথ আশ্রম গড়ে তোলার কাজ সমিতির পক্ষ থেকে পুরোদমে শুরু করা হয়েছে। এই কাজের জন্য সাগরে জমি পাওয়া গিয়েছে। আশা করা যায়, ২০১৫ সালের মধ্যে উপরোক্ত কাজগুলি পুরোদমে চালু হয়ে যাবে। কাকদ্বীপ নতুন রাস্তার কাছে খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে পাথলজি এবং ডায়গনসটিক সেন্টার। ইতিমধ্যেই একটি মালটিফেসিলিটি হাসপাতাল তৈরির জন্য সরকারি ছাড়পত্র পাওয়ার আশায় কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এই ছাড়পত্র পেলেই কাজ দ্রুত শুরু হয়ে যাবে।

> **এখন তাঁরা পাখির চোখ করেছেন স্থানীয় নিউটাউনে হাসপাতাল ও প্যাথলজি এবং ডায়গনস্টিক সেন্টার গড়ে তোলার জন্য।**

প্রতিবছর পুজোর সময় ১০০১ জন রোগীকে সমিতির পক্ষ থেকে নতুন কাপড় দেওয়া হয়। ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেলে সেই এলাকার মানুষজনকে সমিতির কর্ণধারেরা মশারী বিতরণ করেন। আয়লার সময় ঝড়ে সুন্দরবনের পানচাষীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। তাদের জন্যও সমিতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

এখন তাঁরা পাখির চোখ করেছেন স্থানীয় নিউটাউনে হাসপাতাল ও প্যাথলজি এবং ডায়গনস্টিক সেন্টার গড়ে তোলার জন্য। সরকারের পাশাপাশি এই ধরনের বেসরকারি উদ্যোগে দু-এক বছরের মধ্যে পাল্টে দেবে এলাকার সামগ্রিক ছবি।

মহিলা ছাড়া সবকিছুই মেলে

প্রথম পাতার পর

প্রতিটি জেলে ঢোকার সময় প্রত্যেককে যথাযথভাবে সার্চ করে ঢোকানো হয়। এমনকী জেলের ভিতরে যারা কাজ করেন মূল গেটের পাশে তাদের নামে নামে আলাদা বাক্স করা আছে, যেখানে তারা তাদের মোবাইল ফোন রেখে দেন। একেক সময় মিনারাল ওয়াটারের বোতলের ছিপি খুলে, তার গন্ধ শুঁকে তারপর ছাড় দেওয়া হয়। অনেকে বলেন, এই ঘটনাকে কুকুরের ল্যাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। টানলে সোজা হয়ে যায় আবার ছাড়লেই যে কে সেই। এই একই পথ ধরে শুধু মোবাইল ফোন কেন, মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট - সবকিছুই অবাধে ভিতরে প্রবেশ করে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেন, টাকা খরচ করলে বাঘের দুধও ভিতরে চলে যেতে পারে। তবে ধরা যে পড়ে না, তা বলা যাবে না। কখনও কখনও পড়ে, আবার যেমন চলার তেমনি চলে। কিছুদিন আগে আলিপুর জেলে জ্যামার লাগানো হয়েছিল। কিন্তু পাশের আলিপুর কোর্ট থেকে আদেশ আসামাত্র তা আর কার্যকর করা যায়নি।

জেলের ভিতরকার দুরবস্থার কথা জানলে অনেকসময় হাড়হিম হয়ে যায়। বর্তমানে কারারক্ষীদের সংখ্যা দিন দিন এতই কমে যাচ্ছে যে সেখানকার ‘ইনারওয়াল’-এর পাহারাদার হিসেবে কারারক্ষীদেরও নিযুক্ত করা হয়ে থাকে।

যে সব বন্দি এখানে বাইরে থেকে খাবার, বিড়ি, সিগারেট আনান তাদের দুঃখ কোনওদিনই নিবারণ করা যায় না। কারণ, এক প্যাকেট বিড়ি বা সিগারেট বা খাবার আনলে গেটে প্রণামীসহ ভাগ দিতেই হয়।

কানাকানি শোনা যায়, জেলে আটক বারবার সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে আসা চিটফান্ডের মালিককে নাকি সেলে থাকতে হয় না, থাকেন জেলেরই বিশেষ কোনও কোয়ার্টারে।

প্রত্যেক জেলের মধ্যে একটি ছাপাখানা থাকে। সেখানে প্রশিক্ষিত কর্মচারীরা ছাড়া কয়েদিরাও কাজ করে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সেখানে ছাপার জন্য কাগজ পাওয়া যায় না। নিয়মানুযায়ী এখানে সরকারি বিভিন্ন ধরনের ফর্ম ছাপানোর কথা। উল্লেখ্য বিষয় হল, রাজ্যের অর্থ দফতর এইসব কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করলেও বাণিজ্য ও শিল্প দফতর তা বরাদ্দ হিসেবে পাঠায় না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের স্বার্থে নিজেদের কোটা থেকে অর্থ বরাদ্দ করার পর সেখানে ছাপিয়ে কাগজ কেনার ব্যবস্থা করা হয়।

জেলের হাসপাতালগুলির অবস্থাও তথৈবচ। সর্দি-কাশি-বমি-পায়খানার মতো রোগে সামাল দেওয়ার পর সামান্য অসুবিধা বোধ করলেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোনও সরকারি হাসপাতালে। এস ওয়াজেদ আলির সেই বিখ্যাত উক্তি এখানে সর্বোতভাবে প্রযোজ্য - ‘সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে’। তাই জেলের অন্দরমহল নিয়ে অনুসন্ধান করার সময় দেখা গিয়েছে, মহিলা ছাড়া আর সবকিছুই এখানে চাইলেই অর্থাৎ টাকা খরচ করলেই পাওয়া যায়। জেলগুলির সামনে দাঁড়িয়ে তাই হয়ত অনেকেই বলবেন, সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ।

তৃণমূলের এবারের লড়াইটা বেশ ‘টাফ’

প্রথম পাতার পর

অন্য একটি সুত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে এই কেন্দ্রে কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় কিংবা দেবী ঘোষাল ও তৃণমূলের প্রার্থী হতে পারেন। মথুরাপুর কেন্দ্রে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম বেশ কিছু অঞ্চলে ভাল ফলাফল করেছে। এই কেন্দ্রটি পুনরায় দখল করতে সিপিএম আদাজল খেয়ে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে। জানা যাচ্ছে, চৌধুরী মোহন জাটুয়াকে প্রার্থী না করে তৃণমূল অন্য কোনও চমক দিতে পারে। জয়নগর কেন্দ্রটি তফশিলি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তাছাড়া এই কেন্দ্রে এসইউসিআইয়ের ভাল সমর্থক আছে। আবার পূর্বে দীর্ঘদিন এই কেন্দ্রে আরএসপি প্রার্থী জয়লাভ করেছে। এখানে জোট না হলে তৃণমূলের এককভাবে জিতে আসাটা বেশ কঠিন। এই কেন্দ্রে সুত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে আছেন শক্তি মণ্ডল। তবে তিনি তফশিলি জাতি ভুক্ত কিনা সে বিষয় নিয়ে নাকি তৃণমূলেরই এক বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন। তিনিও নাকি ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে আছেন। যাদবপুর কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের প্রার্থী হতে পারেন। তবে কে প্রার্থী হবেন - তার চূড়ান্ত ছাড়পত্রে শিলমোহর দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে একটা বিষয় বলা যায় বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবার লড়াইটা তৃণমূলের কাছে সহজ হবে না। সব দলের বিরুদ্ধে তৃণমূলকে লড়তে হবে। তাছাড়া সারদা কাণ্ড ‘টেট’ নিয়ে বিতর্ক, মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন নানা ইস্যু নিয়ে বিরোধীরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হবে। তাছাড়া তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দল, স্বজন পোষণ, দুর্নীতি ও ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করছে। তাছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূলের উত্থান রুখতে তলে তলে সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপি-এসইউসিআই যে হাত ধরাধরি করবে না তারও কোনও গ্যারান্টি নেই।

৩৭০০ কোটি টাকা সম্পত্তিকর বাকি

প্রথম পাতার পর

অ্যাসেসমেন্ট দফতরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, এই ফাঁকিদাতারা বুঝে গিয়েছে সম্পত্তিকর না দিলেও তারা কোনও সমস্যায় পড়বে না। তাই পুরসভার নোটিশকে গুরুত্ব দেয় না। ওই দফতরের আধিকারিকের বক্তব্য, ১৯৮০ পুর আইনের ২২১-ক ও ২২১-খ প্রপার্টি অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড সেলের বিধান রয়েছে।

যার দ্বারা পুরসভার সম্পত্তি দখল নিয়ে বিক্রি করতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক বাধায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না। চলতি আর্থিকবর্ষের মাঝামাঝি তীব্র আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে সম্পত্তিকর আদায়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আধিকারিকদের পুরকর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছিল। প্রয়োজনে ২৯৮ জনের স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রির কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু এবিষয়ে অনেকদূর এগিয়েও শেষে অনুমতি তুলে নেওয়া হয়।

কলকাতায় আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হল।

দক্ষিণ কলকাতার উন্নতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গ্যালারি গোল্ডে এই ভাষ দিবসকে কেন্দ্র করেই দু'দিন ব্যাপী এক সংগীতমেলা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বাংলা স্বর্ণযুগের হারিয়ে যাওয়া অনেক গান শোনা গেল সুতপা ভট্টাচার্য ও বিভেন্দু ভট্টাচার্যের কণ্ঠে।

উভয়ই বাংলার পুরনো অনেক হারিয়ে যাওয়া গানকে নতুন করে শোনা গেল যা উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দেয়।

প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সঞ্জয় চক্রবর্তী, বিধাননগর পৌরসভার পৌরপিতা অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, গ্যালারি গোল্ড ও সেনকো গোল্ডের প্রতিষ্ঠান শংকর সেন এবং গ্যালারি গোল্ডের কিউরেটর রেশমি চ্যাটার্জি।

ব্লক ভিত্তিক গ্রামীণ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: মঙ্গলবার সকালে কাকদ্বীপ থানার ৫ নম্বর হাটে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের উদ্যোগে ৩ দিন ব্যাপী গ্রামীণ মেলা চালু হল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই জেলার ২৯টি ব্লকে এইরকম মেলা চলছে। মানুষকে সচেতন করতে মেলার বিভিন্ন সরকারি স্টলে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মৎস চাষ, শৌচাগার প্রভৃতি বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি চলছে এইসব বিষয়ে আলোচনা সভা।

নারী দিবসে মাধুরীর গ্যাং

মৌমিতা রায়চৌধুরী: নারী দিবসে গ্যাং নিয়ে শহরে হাজির হচ্ছেন মাধুরী। এবার আর তিনি ধক ধক গার্ল নন। রাজ্জোর বেশে কখনও লাঠি, কখনও কাস্তে হাতে তাঁর গুলাবী গ্যাং নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন যাবতীয় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে। এই দলের নীতি 'জুলুম জুলুম হোতা হ্যায়, ইনসাফ ইনসাফ হোতা হ্যায়'। ছবির প্রচারে মাধুরী দিক্ষিতের সঙ্গে কলকাতায় আসা পরিচালক সৌমিক সেন জানালেন, উত্তরপ্রদেশের এক বাস্তব নারীবাহিনীর অনুসরণেই ছবির গল্প তৈরি হয়েছে। যাঁদের সকলে অ্যাকশানের সময় গোলাপী পোশাক পরেন। সেই জন্যই রাজ্জোর বাহিনীর নাম গুলাবী গ্যাং। ৯০

ছবি - অভিষেক সরকার

দশকে মাধুরীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি জুহি চাওলাকে দেখা যাবে এই ছবিতে। এই প্রথম দুই নায়িকা স্ক্রিন শেয়ার করছেন। তবে জুহি এই ছবিতে থাকছেন নেগেটিভ চরিত্রে, এক রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায়। এই ছবি তৈরির ইউনিটে অনেক মহিলা রয়েছেন। ক্যামেরা ম্যান ও সহ-পরিচালনায় কয়েকজন নারী ভূমিকা নিয়েছেন। অনুভব সিনহা প্রযোজিত ছবিটিতে থাকছেন প্রিয়াঙ্কা বোস, তন্নিষ্ঠা চ্যাটার্জি।

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া,তিনিই রীণা ব্রাউন

গত সংখ্যার পর

মিসেস সেনের মধ্যে যথাযথ আধার না থাকলে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-এর মতো চলচ্চিত্র তৈরি হওয়া সম্ভবপর নয়-একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ছবির একটা দৃশ্যে আছে চৈতন্যদেব বাড়ি ছেড়ে চলে য়াচ্ছেন। ওঁর মা বলছেন, তোমায় আমি গৃহত্যাগ করার অনুমতি দিলাম।

এবার তিনি এসেছেন স্ত্রীর কাছে গৃহত্যাগের অনুমতি চাইতে। কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই তাঁকে অনুমতি দেবেন না। স্ত্রীর মানসিকতা দেখে ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত চৈতন্যদেব তাঁর চলে যাওয়ার পক্ষে একটার পর একটা যুক্তি দিচ্ছেন। শেষকালে তিনি বললেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি জানো না মানুষের কত কষ্ট। প্রত্যুত্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, আমি কি মানুষ ছাড়া। তোমাকে ছেড়ে থাকার জন্য আমার যে কষ্ট কেন তুমি তা বুঝতে পারছ না। আমি তোমায় যেতে দেব না।

মহাপ্রভুর বিদায়ক্ষণে তাকিয়েই আছেন। দেখতে অনায়াসে বোধ হবে, ঈশ্বরের সামনে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। একসময় বিষ্ণুপ্রিয়া উপলব্ধি করলেন, এ আমি কাকে আমার বাড়ির আঙিনায় মধ্যে আটকে রেখেছি। ইনি তো অনন্ত, অসীম। চিরদিনের জন্য আমি তাঁকে আটকেরাখব কী করে? বিষ্ণুপ্রিয়া উপলব্ধি হলো, আমি-আমি নই। ওঁরই অংশ আমি। আমি কাকে কোথায় আটকাচ্ছি। বলাবাহুল্য শিল্পী হিসেবে মিসেস সেন ওই জায়গায় যে অভিনয় করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই জগৎ সংসার সব ভুলে ঈশ্বরময় হয়ে যেতে পারেন। তাই একেবারে কাছ থেকে তাঁকে দেখার সূত্রে দ্বিধা নেই, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে দেবকীকুমার বসু আর সুচিত্রা সেনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এক অভূতপূর্ব দ্বৈত মিলন। শুনেছি, অভিনয় করতে করতে মিসেস সেনও নাকি একটা ট্রান্সের মধ্যে চলে যেতেন।

অনেকেই সেই তিনটি 'না' (যা আজও বহুল চর্চিত হয়ে থাকে) কীভাবে মিসেস সেন বলেছিলেন, একথা জিজ্ঞেস করেছেন। সকলেই জানেন, এই 'না' শব্দের উচ্চারণে তিনটি স্টেজ ছিল। স্বামীকে ছাড়তে রাজী নন বিষ্ণুপ্রিয়া। এই ধরনের এক্সপ্রেশন ফুটিয়ে তোলা যে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। 'ঈশ্বর' শব্দটির সঙ্গে গভীরভাবে যে অতলস্পর্শী বোধ লুকিয়ে আছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সুচিত্রা সেন। একজন মানুষের জীবনে যে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে তাও তিনি উপলব্ধি করেছেন 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ছবিতে কাজ করার সময়ে এবং পরবর্তীকালেও।

বুঝতে অসুবিধা হয়নি, জন্মসূত্রে তিনি যা অর্জন করেছিলেন, তাছাড়া আর একটা সত্তা ছিল, যার মাধ্যমে বাবা প্রকৃত অভিনয় সত্তাকে ইনজেক্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরই ফলশ্রুতি হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে পার্থিব জগতের অনেক কিছু ত্যাগ করতে শিখিয়েছিল। - জানালেন পরিচালক দেবকী বসুর পুত্র দেবকুমার বসু। তাই আনন্দময়ী আশ্রমের সাধু বলেছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কেমন আছেন? একবারের জন্য বলেননি সুচিত্রা সেন কেমন আছেন।

দিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অনেকের সঙ্গে দেবকী বসুও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বক্তাদের অনেকে মন্তব্য করেন, শিল্পীরা হলেন পরিচালকদের হাতের পুতুল। কিন্তু দেবকীবাবু বলেছিলেন, ইন ফিল্ম নো বডি ইজ নো বডিজ ডল। যার মধ্যে কিছু না থাকবে তাকে আমি কী তৈরি করব। পাহাড়ী সান্যাল যেদিন তাঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন সেইদিনই বাবা বুঝতে পেরেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রের ক্ষেত্রে এই হবে আদর্শ অভিনেত্রী। আজ বলতে

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতো দার্শনিক দেবকীকুমার বসু-র ছবি দেখেছেন। এছাড়া আরও অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী মানুষ তো ছিলেন-ই।

তাঁরা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন, দেবকীবাবুর অসাধারণ চলচ্চিত্রের ধারা। আর যন্ত্রী দেবকীবাবুর উদ্যোগে যন্ত্র হিসেবে তাঁর ছবির শিল্পীদের মহিমা বিকশিত হতে বিন্দুমাত্র সময় নেয়নি। এরই মধ্যে অবশ্যই আরও প্রবল, আরও ব্যতিক্রমী হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সুচিত্রা। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই গুপ্ত জ্ঞান লুকানো অবস্থায় থাকে, যা সে নিজেও জানে না। কেবল যিনি স্রষ্টা তিনি কিন্তু তা দেখতে পান।

আবার সেই প্রশ্নেই ফিরে আসছি, মিসেস সেন কেন এবং কোন্ অবস্থায় নিজেকে গুটিয়ে নেন? এই গুটিয়ে নেওয়ার অর্থ কিন্তু পালিয়ে যাওয়া নয়। তিনি তো অনায়াসে পারতেন আরও বহুদিন চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে। কে এইভাবে বহু প্রলোভন ছেড়ে অনেক দূরে সরে যেতে পারেন-যাঁর মন সেইভাবে তৈরি হয়েছে।

অভিনয় নয় সঠিক আত্মোপলব্ধি তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেছে আনন্দের উৎস সন্ধানে।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'র পরে 'ভালোবাসা' ছবিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন, অভিনয় জীবনের প্রথমে।

সুচিত্রা সেন কোনওদিন চাননি মুনমুন ছবির জগতে আসুক। বলছিলেন, প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক-ছড়াকার পদ্মশ্রী অভিনয় চৌধুরী। *এরপর আগামী সংখ্যায়*

●*হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়*

MSS We want to change the definition of NGO MSS We want to change the definition of NGO

We want to change the definition of NGO

OPENING SHORTLY

PROTAPBERIA MANAB SEBA SAMITY

MANAB SEBA SAMITY

Pathology & Diagnostic Center

Specially Imparting Service to the people below poverty line.

e-mail : president@manabsebasamity.org
: mss@manabsebasamity.org
mob : 9679481445/9674658443/9732574515

www.manabsebasamity.org

We want to change the definition of NGO

We want to change the definition of NGO MSS We want to change the definition of NGO MSS

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১ মার্চ - ৭ মার্চ, ২০১৪

মেষ: মানসিক অশান্তির নিরসন হওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক দিক থেকে সপ্তাহের শেষে কিছু না কিছু শুভ ফল পাওয়া যাবে। দায়িত্ববোধ জ্ঞান অগ্রগতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। চঞ্চলতা ও রাগ দুয়ের প্রকাশই লক্ষিত হবে। শিক্ষা সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

বৃষ: আর্থিক বিষয়ে যে ভাবধারাকে নিয়ে এগিয়ে চলছেন তাতে শুভ ফল পাওয়া যাবে না। ব্যয়ের আধিক্য মনকে চঞ্চল করে তুলবে। লেখ্য পরীক্ষায় সফল হবেন। ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে বাধার যোগ।

মিথুন: নতুন নতুন যে সমস্ত পরিকল্পনা করেছেন সেগুলিতে অগ্রসর হওয়ার যোগ রয়েছে। ব্যয়ের আধিক্য ঘটলেও অর্থের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মন দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। নিম্নাঙ্গে পীড়া যোগ রয়েছে।

কর্কট: বহুবিধ চিন্তাধারায় কাজ করার চেষ্টা করবেন। সামান্য বুঝে এগিয়ে যেতে পারলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। শিক্ষা সম্পর্কে সাফল্যের যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হওয়া সম্ভব। হার্টের কিছু কিছু দুর্বলতা এখনও থাকবে।

সিংহ: আপনার তর্জন-গর্জনের ফল অনেকটাই শুভ হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার যে ধর্ম গ্রহণ করেছেন সেগুলি কঠিন হলেও শুভ হবে। বস্ত্রাদির ব্যবসায়ে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। ভ্রমণকালীন সময়ে সতর্ক থাকবেন।

কন্যা: শত্রুরা পশ্চাদে চক্রান্ত করে বেড়াচ্ছে, সাবধানে কাজ করতে হবে। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সাবধানে চলাফেরা করবেন। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়। চোর বা প্রতারক থেকে সাবধানে থাকবেন। আলস্যের নেশা না কাটলে ক্ষতি হবে।

তুলা: সামনে বহু পথ রয়েছে, কিন্তু সেই পথে যাওয়ার নিশানা ঠিক করে উঠতে পারবেন না। রক্তের চাপ বৃদ্ধি তথা চর্মপীড়ার যোগ রয়েছে। আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবসায় লাভবান হবেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। শিক্ষায় শুভ।

বৃশ্চিক: বহুবিধ ঝঞ্ঝাট এসে ভ্রমণ ও আপনার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা চালাবে। উগ্রভাব পরিত্যাগ করা দরকার। ব্যয়ের সামাল দিতে না পারায় কিছু ঋণ হওয়া সম্ভব। বাতের জন্য অনেকে কষ্ট পাবেন। শুভ কাজে বাধা আসবে। শিক্ষায় লাভ হবে।

ধনু: বেশি বুদ্ধি প্রয়োগ করতে যাওয়া ঠিক হবে না, আবার অন্যের কু-পরামর্শ থেকে সাবধানে থাকবেন। বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। স্বাধীন পেশাজীবীর পক্ষে সময়টি শুভ হবে। আর্থিক বিবিধ প্রকার সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বাধার মধ্যেও শুভ হবে।

মকর: ভাগ্য ও কর্মের লড়াইয়ে আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী। বেকারত্বের অবসান হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সঙ্গে গোলযোগ চললেও ক্ষতিকারক হবে না। বাড়ি-ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে এখনও কিছুটা বাধা থাকবে। আর্থিক সুরাহা হবে। শুভ কাজের যোগ রয়েছে।

কুম্ভ: সপ্তাহের প্রথম দিকটা শুভ না হলেও পরবর্তীকালে শুভ ফল পাওয়া যাবে। অর্থনৈতিক দিক হতে শুভ যোগ রয়েছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে শরীরের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন। ব্যবসায় শুভ হবে।

মীন: সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে মেলামেশার ফল শুভদায়ক হবে না। অনেকে শত্রু সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। পরীক্ষার ফল ভাল হবে।

মহেশতলায় তৃণমূলের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা: রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মহেশতলা থানার সন্তোষপুরে মহেশতলার টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের নবম সম্মেলনের শেষ দিনে রাজ্যর পুর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কর্মীদের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। কোনও নেতা বা কর্মী কোনও দোষ করলে তার দায়িত্ব নিতে হবে সেই ব্যক্তিকেই।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন কোনও মতে কালিমালিপ্ত করা না হয়। দলের মহাসচিব ও রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি রাজ্যের উন্নয়নের বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সম্মেলনে আবেদন জানান। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, কলকাতার মেয়র শোভন চ্যাটার্জি, মহেশতলার পৌরপ্রধান দুলাল দাস ও বিধায়ক কস্তুরী দাস।

মাঙ্গলিকী

অঙ্কন ও সাহিত্য আসরে অগ্রণী ভূমিকা পশ্চিম পুটিয়ারীর রবীন্দ্রনিকেতন পাঠাগারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিম পুটিয়ারীর রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল ৬২ বছর আগে। তখন ওই অঞ্চলটি ছিল জল-জঙ্গলে ভর্তি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুজন সবকিছু ফেলে রেখে চলে আসেন এই বাংলায়। তাঁদেরই এক বিরাট সংখ্যক মানুষ এসে উপরোক্ত অঞ্চলে বনজঙ্গল সাফ করে নিজেদের নতুন জীবনের পত্তন করেন। সবকিছু পণ রেখে, সবরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে, তাঁরা আবার ধীরে ধীরে জীবনের ছন্দে ফেরেন। আর সেই সঙ্গে তাঁদের সাংস্কৃতিক চেতনাকে নতুনভাবে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে মেলে ধরলেন রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে (যথারীতি বিভিন্ন কালি ও অন্যান্য মন্দিরও স্থাপন করেন নিজেদের ধর্মীয় চেতনাকে ধরে রাখতে)।

তবে আজ 'নেট'-এর যুগে সব পাঠাগারের মতন পশ্চিম পুটিয়ারীর রবীন্দ্র নিকেতনের গ্রাহক-পাঠকের সংখ্যা ক্ষীয়মান হতে চলেছে। সুতরাং পাঠাগারের বর্তমান কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা করলেন। পাঠাগারকে গ্রাহক সমৃদ্ধ করতেই হবে আর তাই কয়েকমাস আগে তাঁরা ব্যবস্থা করলেন ছোটদের আঁকা প্রতিযোগিতার এক অনুষ্ঠানের। আসরে উপস্থিতির সংখ্যা ৩০ ছাপিয়ে গেল - প্রমাণিত হল পাঠাগার কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা যথাযথ।

উক্ত আসরে সভাপতিত্ব করলেন কবি, স্থানীয় বাসিন্দা রত্নেশ্বর হাজরা। তিনি বললেন, তিনি আনন্দিত বহু বরিষ্ঠ ব্যক্তি আজ আসরে যোগদান করেছেন বলে। তবে শঙ্কাও প্রকাশ করেন এই বলে যে, যে সব ছেলেমেয়েরা আজকের আসরে উপস্থিত পুরস্কার নেওয়ার জন্যে তাদেরকে আমরা আগামী দিনে সুস্থ সংস্কৃতির জগতে ধরে রাখতে পারব তো? পরে সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে পড়লেন তাঁর অনবদ্য কবিতা 'শেখানো ছবিগুলি'। এদিন নানান দিক দিয়ে পাঠাগারের পুরনো দিনের কথা বললেন পাঠাগারের সভাপতি ভূপেশ দাস, সহ-সভাপতি সৌরীন চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক চয়ণ ব্যানার্জি প্রমুখ। আসরের সঞ্চালক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানালেন আসরে উপস্থিত হওয়ার জন্য। এদিন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছেলেমেয়েদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল। আবার তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিবিধ কবিতার আবৃত্তি শোনালেন। আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক (জাদুকর) অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে আসন গ্রহণের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয় আলিপুর বার্তা পত্রিকাকেই। এদিন স্মরচিত কবিতা পাঠে, আবৃত্তিতে, গল্প পাঠে, বিশেষ ভাষণে যাঁরা আসরকে সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন শান্তনু মিত্র, সুনীল গুহ, তারাশঙ্কর দত্ত, নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন চট্টোপাধ্যায়, বন্দনা দত্ত, সুব্রত মুখার্জি, গুণেন চক্রবর্তী, নিমাই মিত্র, উদয় চক্রবর্তী প্রমুখ। মজাদার বড় তাসের জাদু দেখিয়েছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন গানে যাঁরা আসরকে আরও সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন শর্মিলা মিত্র, শিবানী দত্ত, মৃত্তিকা মুখার্জি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মোটামুটি ঠিক হয়েছে প্রতি মাসের তৃতীয় শনিবার এই আসর বসবে।

ছবি-ছড়ার জাদুর দেশে

গ্রন্থ সন্ধানী: রিন্টা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটি আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। আজ রিন্টা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছড়াকার হিসেবে আধুনিক বাঙলা সাহিত্য জগতে যথেষ্ট পরিচিত। তাঁর বর্তমান বইয়ের ৩২টি ছড়ার মধ্যে অনেকগুলি ছড়া যেন আবার ছোটদের চিন্তার জগতে চেতাবনির কাজ করে।

বইয়ের ভূমিকায় ছড়া সম্রাট ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের নিম্নোক্ত মন্তব্যতেই রিন্টা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়ার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়ে যায়। 'তাঁর ছড়ার মাত্রা-মল-ছন্দ, ভাব-ভাষা-ভাবনা, শব্দচয়নে কুশলতা, রূপকল্প সৃষ্টির সার্থকতা, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য প্রভৃতি পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে তাঁর সফল শব্দ চয়ন আর সহজ কথাকে সহজভাবে বলার সহজাত দক্ষতা রিন্টার ছড়াকে অন্য মাত্রা এনে দেয়।'

বইটির পাতায় পাতায় ছড়ার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সুন্দর স্কেচ প্রতিটি ছড়াকে ছোটদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রচ্ছদের রঙীন ছবিও ছোটদের বইটির প্রতি অবশ্যই হাতছানি দেয়। চিত্রশিল্পী প্রদীপ ব্যানার্জিকে অভিনন্দন।

অরূপ রতন

ছড়ার মেলা খুশির খেলা
রিন্টা বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যকুঠী পাবলিকেশন
কলকাতা-৯
দাম-৩০ টাকা

লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশকদের জন্য সুখবর

আপনারা কি আপনাদের প্রিয় লিটল্ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে চলেছেন? কিংবা নতুন কোন সংখ্যা? আপনি কী নিজের কোন সংকলন প্রকাশ করেছেন? খবর দিন আলিপুর বার্তাকে। **কেন?** প্রতি মাসে কোন কোন ম্যাগাজিন প্রকাশ হল। তাতে কি থাকছে। নতুন সংখ্যাই বা কি বেরুল। কারা কারা নতুন নতুন সংখ্যা বা বই প্রকাশ করলেন। এছাড়াও খুবই অল্প খরচে আপনার পত্রিকা বা বইয়েরপ্রচ্ছদ সহ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এই বিভাগে।
যোগাযোগ করুনঃ অরুণ ব্যানার্জী ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪
কুণাল মালিক ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

রাজপুর-সোনারপুরের ইতিহাসের উপাদান

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার: বাংলার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পন্ন এলাকা দক্ষিণ ২৪ পরগণা সোনারপুর রাজপুর, হরিনাভি, মালঞ্চ, মাহিনগর, গোবিন্দপুর, লাঙলবেড়িয়া অঞ্চল। শুধু প্রাচীনত্ব নয়, শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান রূপে এই অঞ্চলকে দক্ষিণে নবদ্বীপ বলে অভিহিত করা হত।

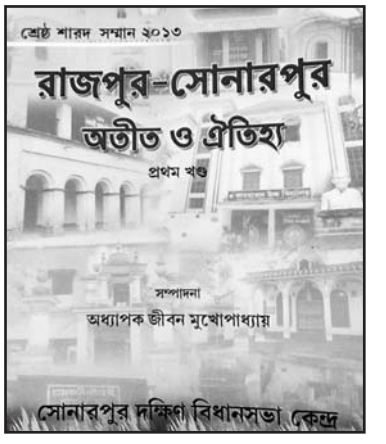

বাংলার রেঁনেসার অগ্রদূতদের মধ্যে কুলীনকূল সর্বস্ব নাটকের লেখক রামনারায়ণ তর্ক রত্নের জন্মস্থান ছিল হরিনাভি। শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন রাজপুর-সোনারপুরে। ভরতচন্দ্র শিরোমনি আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, তারাকুমার বিদ্যারত্ন, হেমচন্দ্র তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিত, শ্রীনাথ বিদ্যানিধি, চুনীলাল বসু, কার্ত্তিক চন্দ্র বসুর মতো চিকিৎসক অঘোরনাথ চক্রবর্তী, অমরনাথ ভট্টাচার্যের মতো সঙ্গীতজ্ঞ মাধবেন্দ্র নাথ রায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন চক্রবর্তী, পান্নালাল চক্রবর্তী ও বিজয় দত্তের মতো বিপ্লবী নায়কেরা জন্ম নেন এই ভূমিতে।

অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায় ৩২৯ পাতার বইটিতে এ অঞ্চলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রত্যন্ত গ্রামের অন্দরমহলে প্রবেশ করে দুর্লভ ছবি ও বহুবিলুপ্ত প্রায় তথ্য উদ্ধার করেছেন। এই অঞ্চলের কয়েকশো শতাব্দী প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, সড়ক, পুকুর সহ সমস্ত অঞ্চলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উপাদান রূপেই এই বইটি বাংলার গবেষকদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পাবে। সমগ্র বইটি প্রকাশনা আভিজাত্য পূর্ণ এবং হাল্কা রঙের প্রচ্ছদটিও নজর কাড়ে।

রাজপুর-সোনারপুর
অতীত ও ঐতিহ্য
প্রথমখণ্ড
সম্পাদনা
জীবন মুখোপাধ্যায়
প্রগেসিভ পাবলিশার্স
দাম - ১১০টাকা।

পাঠকেরা বা প্রকাশকেরা তাঁদের বই সমালোচনা করাতে চান? আমাদের দফতরে বইয়ের দুটি কপি পাঠান।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় মগরাহাটে এখন উন্নয়নের জোয়ার চলছে

মেহবুব গাজি: মগরাহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কাজের অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত হলে অনেকে চমকে উঠতে পারেন। তার কারণ হল মূলত, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সার্বিক উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, তা অন্য যে কোনও পঞ্চায়েতের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি খয়রুল হক নস্করের প্রথম এবং প্রধান গুণ তাঁর অমায়িক ব্যবহার। বিভিন্ন মানুষ তাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে ক্রমাগত তাঁর কাছে দরবার করলেও এক মুহূর্তের জন্য বিরক্ত হতে দেখিনি। এলাকার উন্নয়নে সমিতি সর্বাধিকার দিয়েছে, মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। ইন্দিরা আবাস যোজনা, আমার ঠিকানা, অধিকার, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি প্রকল্পের মাধ্যমে মগরাহাটের কয়েক হাজার মানুষ মাথার ওপর ছাদ পেয়েছে। ভূমিহীন ৪৮ জন মানুষ 'নিজ ভূম নিজ গৃহ' প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। শ্রী নস্কর অকপটে জানালেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও প্রতিদিন মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করছি।

মগরাহাটে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আই.টি.আই কলেজ তৈরির কাজ চলছে। এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রায় ৭০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তাদের আশা, আগামী বছরের মধ্যে এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

একটু ঘুরলেই দেখা যাবে, স্থানীয় বেশিরভাগ রাস্তায় কংক্রিটের ঢালাই-এর কাজ চলছে। কোথাও কোথাও কাজ প্রায় শেষের মুখে। এন.আর.ই.জি.এস প্রকল্পের প্রায় ২ কোটি টাকা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। হুকিং-এর সমস্যা এখন এখানে আর প্রায় নেই বললেই চলে। সাংসদ, বিধায়ক এবং পঞ্চায়েতের টাকায় ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন প্রতিটি গ্রামের ৪৭টি রাস্তা তৈরির কাজ আক্ষরিক অর্থে অগণিত মানুষজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এখানকার একটি সমস্যা হল, আর্সেনিক মুক্ত জলের অভাব। এই অভাব দূর করার জন্য পঞ্চায়েত

মগরাহাট-২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি খয়রুল হক নস্কর (ডানদিকে)

মগরাহাট-২ পঞ্চায়েত ব্লক অফিস

সমিতির তৎপরতা লক্ষ্য করার মতো। সমস্যা দূর করার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি তাকিয়ে আছে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দিকে। এই সমস্যা দূরীকরণ প্রায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁরা। তাঁদের আশা, রাজ্য সরকার ও বিশেষত পঞ্চায়েত দফতর অবিলম্বে এই ব্যাপারে যথাযথভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

প্রায় ৭০০০ মানুষ পঞ্চায়েত সমিতির কাছে থেকে বার্ধক্য ভাতা পান। ১৪১ জন কৃষককে পেনশন দেওয়া হয়। এছাড়াও এলাকার বৃদ্ধ মৎস্যজীবীদেরও পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিবন্ধী ভাতা দেওয়া হয় ১৫৬ জনকে। স্থানীয় বিধবাদেরও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, এইসব ভাতা পাওয়ার জন্য দরখাস্তপত্রের পাহাড় জমছে। এখনও ভাতা পাননি এরকম ১৫০ জন প্রতিবন্ধীর আবেদনপত্র দফতরে জমা রয়েছে। তবে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে অনেক প্রতিবন্ধী মানুষকে বিনা পয়সায় সাইকেল রিকশা, গাড়ি, লাঠি দেওয়া হয়েছে। এলাকার গোকর্ণী এলাকার একদা গৃহহারা মানুষদের পঞ্চায়েত ও প্রশাসন যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছে।

বিষ মদে মৃত প্রত্যেক পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা এবং সমাধিস্থ করার জন্য দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। নৈনানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান দু'জন। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে দু'লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

খেলাধুলোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই মগরাহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ। জেলার গ্রামীণ খেলায় অংশগ্রহণ করে স্থানীয় প্রতিযোগীরা পুরস্কার নিয়ে এসেছে। এছাড়া এলাকায় প্রশাসনের সাহায্যে মাঝেমধ্যেই ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পালিত হয় গ্রামীণ মেলা, ক্ষুদিরাম-বিবেকানন্দ-নজরুল-রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যুদিন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি খয়রুল হক নস্কর মনে করেন, এই বিশাল কর্মযজ্ঞের কাজ চলছে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় ও উৎসাহে। তাই তা অবশ্যই সফল হবে।

ছবি: প্রতিবেদক

পুর তথ্য নষ্ট করে শ্মশান শবযাত্রীদের হেনস্থা বন্ধ হবে গ্লোসাইন বোর্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার অধীনে সাতটি শ্মশান রয়েছে। এগুলি হল - শাহনগর বার্নিং ঘাট (কেওড়াতলা মহাশ্মশান), উত্তর কলকাতার নিমতলা মহাশ্মশানঘাট, দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া আদি মহাশ্মশান ও পূর্ব বেহালার সিরিটি শ্মশান। প্রতি শ্মশানেই বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি - এই তিন ভাষায় একটি সাধারণ বোর্ডে বড় অক্ষরে পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ (৯৪৩৩০৫০৩৮৯), মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (৯৮৩০০৩৯৯৭০) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (শ্মশান) দেবাশিস সেনের ফোন নম্বর সেখানে দেওয়া থাকত। কিন্তু সম্প্রতি উত্তরের নিমতলা মহাশ্মশান ও সংস্কার কাজের জন্য ৫ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকা কাশীপুর শ্মশান পরিদর্শনে গিয়ে পুরপ্রতিনিধি দল দেখেন, কোথাও বোর্ডে নম্বর লেখার নির্দিষ্ট জায়গাটি ছিঁড়ে দিয়ে বা একটি নম্বরের ওপর অন্য নম্বর লিখে দিয়ে পুরো মোবাইল নম্বরটি পাল্টে দেওয়া হয়েছে। পুর আধিকারিক দেবাশিস সেন বলেন, 'উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই এখানকার শবদাহকর্মীদের একাংশ পুর ফোন নম্বর দেওয়া বোর্ড নষ্ট করে দিচ্ছে। শবদাহ করতে আসা মৃতের আত্মীয়স্বজনের ওপর জুলুমবাজির পথ তৈরি করতে নয়া রাস্তা ধরেছেন শ্মশানে শবদাহ কর্মীদের একাংশ।' নয়া এই উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলায় প্রতিটি শ্মশানে 'গ্লোসাইন বোর্ড' লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। যাতে কোনওভাবেই আর মোবাইল নম্বরগুলি বিকৃত না করা যায়। স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, 'আগের সাধারণ বোর্ডের পরিবর্তে এবার 'গ্লোসাইন বোর্ড' প্রতিটি শ্মশানে বসানো হচ্ছে। তাতে আমার নম্বরটি প্রথমেই দেওয়া থাকবে। শবযাত্রীরা সমস্যায় পড়লেই অভিযোগ করতে পারবেন।' শবদাহকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে বাড়তি টাকা চাওয়ার একাধিক অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পুর আধিকারিকদের নম্বর লেখা সাধারণ বোর্ড লাগানোর পর অভিযোগের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছি।

ঘনিয়েছে নিরাশার কালো মেঘ

পনেরো পাতার পর

বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতা চিডি'র চোট। মোগা-সুয়েকা সেই অর্থে ফর্মে নেই। মেহেতাব চোট সারিয়ে দলে ফিরলেও এখন স্বমহিমায় দেখা যায়নি। কোচ কোলাসো থই খুঁজে পাচ্ছেন না। পুরোটিমটার মধ্যেই একটা ছন্নছাড়া ভাব।

অপরদিকে মোহনবাগানের অবস্থা তথৈবচ। ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে চার্চিলের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে জেতা ম্যাচ ড্র করে। তাদের তাড়া করতে শুরু করেছে অবনমনের আতঙ্ক। জুনিয়রদের কারোর ধারাবাহিকতা নেই। গত চার বছরে ক্লাবে কোনও ট্রফি আসেনি।

এ প্রসঙ্গে ৬০-৭০ দশকের বহু ডার্বি ম্যাচে যাঁর পায়ের জাদুতে রং বদলে গিয়েছে সেই সমরেশ চৌধুরী বললেন, দুটি টিমই সমান তালে বাজে খেলছে। এতটা জঘন্য খেলতে কোনও বারই এদের দেখিনি। বুক বাজিয়ে ভাল খেলার মানসিকতা কারোর মধ্যে নেই।

তাই এবার ম্যাচের ফল কি হবে সে সম্পর্কে কোনও বিশ্লেষণ করা যাবে না।

মোহনবাগানকে বহুবার খাদের ধার থেকে রক্ষা করা প্রাক্তন গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জি'র মতে, ম্যাচ ৫০-৫০। তিনি জানালেন, ওডাফাকে বাদ দিলেই মোহনবাগান কিছুটা ভাল খেলবে। ও এখন দলের বোঝা। তার চাইতে নতুন ছেলেরা খারাপ খেলছে না। সবুজ-মেরুন রক্ষণভাগ চলন সই। তবে ওদের গোলরক্ষককে ফর্মের তুঙ্গে থাকতে হবে। বড় ম্যাচে একটা-দুটো ভাল সেভ ম্যাচের রং বদলে দেয়। দলে চোট আঘাত জনিত ও কার্ড সমস্যা রয়েছে লাল-হলুদ শিবিরে। ইস্টবেঙ্গলের খেলার মধ্যে যে সংঘবদ্ধতা মরশুমের শুরুতে দেখা গিয়েছিল তা এখন একদমই নেই। তবু সমর্থকদের কাছে এটা আবেগের লড়াই আর ক্লাব কর্তাদের কাছে পিঠ বাঁচানোর লড়াই। খেলা উপভোগ্য হবে বলে মনে হয় না।

বহু ডার্বি ম্যাচে যাঁর লড়াই দলকে রক্ষা করেছে সেই ৮০-৯০ দশকের সেরা উইং ব্যাক অলোক মুখার্জি মনে করেন, আইলিগে প্রথম পাঁচে না থাকার মতো লজ্জা দুই প্রধানের কাছে আর কিছু নেই। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচ ড্র হবার সম্ভাবনাই বেশি। ইস্টবেঙ্গলের অধিকাংশ খেলোয়াড় শারীরিকভাবে ফিট নন।

কারো কোনও দায়বদ্ধতাও নেই। চার বিদেশির অবস্থা আরও খারাপ। ওডাফাহীন মোহনবাগানের জুনিয়রদের পক্ষে বড় ম্যাচ উৎড়ানো রীতিমতো কঠিন পরীক্ষা। তাই এই ম্যাচের পূর্বাভাস না দেওয়াই ভাল।

TENDER NOTICE

Memo No.- 69/ICD/BAS

Dated.-24.02.2014

Tenders are invited from the co-operatives / Firms / individuals for Storing / Carrying of Food stuffs and supply of stationary and other miscellaneous articles of the Basani ICDS Project, South 24- Pargnas for the period of one year i.e. for the year 2014-2015. The last date of receiving application for tender documents on 25.03.2014 up to 2.00 P.M.

Further details are available from the office of the undersigned.

Sd/-
Child Development Project Officer,
Basanti ICDS Project,
South - 24 Pgs.

71/ICD/BAS/24.02.2014

C M Y K

সমন্বয়ের মহাতীর্থ হিংলাজ

প্রাচীন হিঙ্গুলায় পড়েছিল দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র। পাকিস্তানের মানুষ দেবীর স্থানকে বলেন, 'নানী কি হজ'। পাকিস্তানের করাচী থেকে ৯০ মাইল উত্তরে বালুচিস্তানে দেবী মার সেখানকার মুসলমান মানুষজন বলেন, 'নানী বিবি'। কাছেই রয়েছে অঘোর নদী। সমতল থেকে প্রায় চার হাজার ফুট ওপরে পাহাড়ের গুহায় দেবী অংশের অবস্থান। পীঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটিই প্রথম। পাহাড়ে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছে বলে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে বলা আছে। তাকে দুটি ভাগে ভাগ করে তার বুক চিরে বয়ে গিয়েছে হিঙ্গুলা নদী।

এক সময় হিংলাজ তীর্থে যাওয়ার তীর্থযাত্রীদের অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হত। ছড়িদারদের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছুদিন মরুভূমির পথ পার হয়ে যাত্রীরা পৌঁছাতেন চন্দ্রনাথে। সেখান থেকে দৈবাদেশ পেলে তারপর যাত্রা করতেন হিংলাজের উদ্দেশে। অতীতে তীর্থযাত্রীরা হিংলাজের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে জমা হতেন নাগনাথের আখড়ায়। বহু প্রাচীন এই আখড়া থেকে মূলত যাত্রা শুরু করা হত পথের নদীর জল শুকনো থাকার সময়ে। তা না হলে কোনও কোনও সময় নদীর জল বেড়ে গিয়ে না খেতে পেয়ে তীর্থযাত্রীদের মৃত্যু হয়েছে। তখন কেউ হিংলাজ তীর্থের উদ্দেশে রওনা হলে ধরে নেওয়া হত তিনি আর ঘরে ফিরে আসবেন না। মরুভূমি দিয়ে চলার একমাত্র যান হল উট। তথ্যের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, ভাগ্য মোটামুটি সুপ্রসন্ন থাকলে যাত্রীরা ষোল থেকে বত্রিশ দিনের মধ্যে পৌঁছে যেতেন হিংলাজ মায়ের কাছে। খাবার হিসেবে সঙ্গে নেওয়া হত আটা, নুন, গুড় ও মরিচ।

পথে চলার সময় ছড়িদারদের হতে থাকত অনেকটা ত্রিশূলের মতো দেখতে গাছের ডাল। এর গায়ে লাগানো থাকত সিঁদুর ও জড়ানো থাকত বিচিত্র বর্ণের কাপড়। যেখানে তাঁরা যাত্রাবিরতি করতেন সর্বপ্রথম সেটি বালির ওপর পুঁতে তার উদ্দেশে ভোগ দেওয়া হত এক ছিলিম গাঁজা।

করাচী ছাড়ানোর পর পড়ে হাব নদী। সেখানে পৌঁছে প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে রুমালের মাপে একটি নতুন কাপড় গেরুয়া রঙে ছাপিয়ে দেওয়া হত। সেটি হাতে নিয়ে প্রত্যেককে সন্ন্যাসব্রত নেওয়া ও কাউকে হিংসা না করার শপথ নিতে হত। আরও শপথ নিতে হত, প্রত্যেকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই নিজের কুঁজোর জল অপরকে দেবে না। এর কারণ হল, নিজের কুঁজোর জল অপরকে দিলে দুটো জীবনই নষ্ট হতে পারে। এমনকী স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রী, মা তার সন্তান বা সন্তান তার মাকেও জলের ভাগ দেবে না।

দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল এখানে। মুসলিমরা এখানে আরাধনা করতে আসেন নানী বিবির হজ বলে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই পীঠকে 'প্রথম পীঠ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়? ব্রহ্মরন্ধ্র হল দেহ তথা সৃষ্টির উৎস। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় শব্দ। বিজ্ঞজনের মতে, মানুষের ব্রহ্মরন্ধ্রে যে শক্তির সৃষ্টি হয় হিংলাজ মা তারই প্রতীক।

পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদদের মতে, দেবী হিংলাজ আসলে কোনও হিন্দু দেবী নন। তিনি সুমেরীয় ইন্নিনী এবং প্যালেস্টাইনের দেবী 'নিনা'। বেদজ্ঞদের মতে, তিনি রণদেবী ইন্দ্রাণী। মধ্যপ্রাচ্যের দেবতা বাল-এর প্রকৃতি হলেন বলিৎ বা শাইবোল। বিবর্তনের সুবাদে সেই নামের অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়ায় বালুচিতে। মনে করা হয়, এই থেকে ওই জায়গার নাম হয় বালুচিস্তান যা শচী বা বালুচির জায়গা। সেইজন্য অনেক ধর্মগবেষক মনে করেন, বালুচিস্তান তথা হিংলাজ মায়ের অবস্থান হাজার হাজার বছরের। কোনও কোনও মতে, হিংলাজ মাতাই শেষ সতীপীঠ। আর যে সব পীঠকে সতীপীঠ বলা হয় সবই পরবর্তীসময়ে মানুষ তৈরি করেছে অথবা বসতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পীঠাসন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে আসা হয়েছে।

অতীতে হিংলাজের পথে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাবার সময় যাত্রী ছড়িদার, উটওয়ালা, তথা জলবাহকেরা নিজেদের মধ্যে একটি নিয়ম তৈরি করত। সেই প্রথা হল, প্রত্যেকদিন প্রত্যেক যাত্রী একটি করে রুটি উটাওয়ালা এবং জলওয়ালাকে দেবে। পথে চলতে চলতে যেখানে পানীয় জলের কূপের সন্ধান পাওয়া যাবে, সেখানে যে কূপওয়ালা সেটির পাহারায় থাকে সেও যাত্রীদের কাছে থেকে একটি করে রুটি পাবে। এ তথ্যের সপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন কালিকানন্দ অবধূত তাঁর লেখা 'মরুতীর্থ হিংলাজ' বইতে।

পথেই পড়বে শোনবেনী ও রিয়াসত। দূরদূরান্তের মরুভূমি থেকে অনেকেই এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এখনকার বাড়িগুলির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। সবগুলির মুখ পূবদিকে। আজও এই যাত্রাপথে কাউকে দেখলে পূণ্যর্থীরা একটি থালায় ছোবড়াসুদ্ধ নারকেল, হলুদে ছোপানো সুতোর গুচ্ছ, কিছু শুকনো মিছরি যাত্রীদের হাতে মায়ের পুজো দেবার জন্য তুলে দেন।

■ *হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়*

এরপর আগামী সংখ্যায়

বাস্তুশাস্ত্র নির্দেশিত পথে বাড়িতে শান্তি বজায় রাখার জন্য কি করবেন

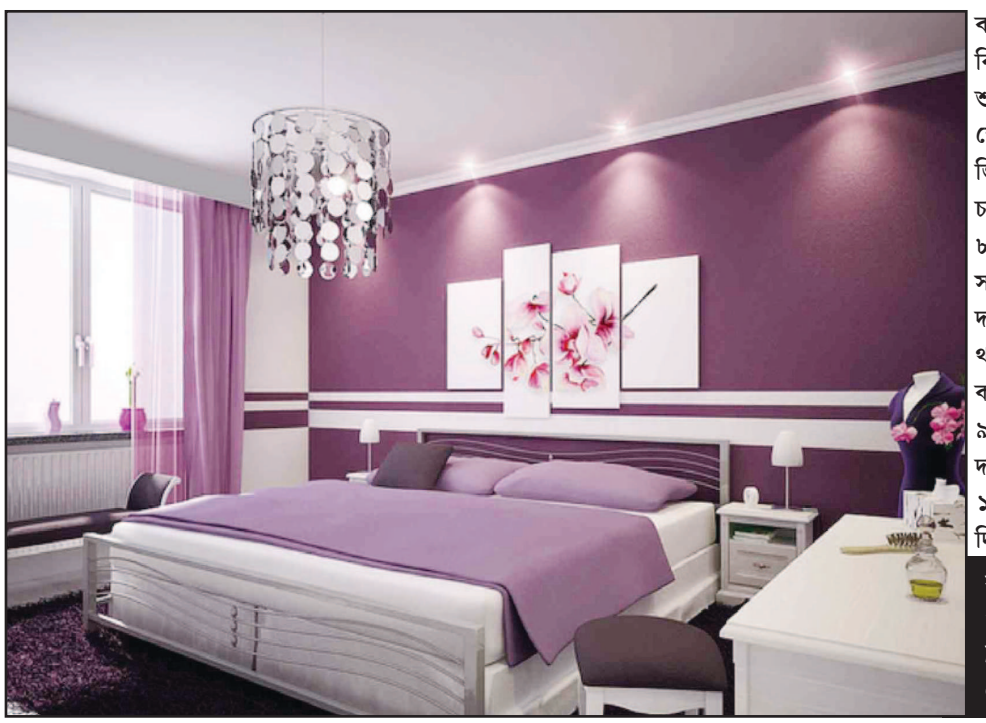

১) উত্তরপূর্ব কোণে বাড়ির সামনের দিক হলে ভাল হয় এবং সেই জায়গাটি সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২) বাড়ির মেঝে পরিষ্কার কার সময় জলে সামান্য পরিমাণ সামুদ্রিক লবণ মিশিয়ে নিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

৩) বাড়ির ছাত্র-ছাত্রীরা সবসময় উত্তর অথবা পূবদিকে মুখ করে পড়তে বসলে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারবে।

৪) বাড়ির দেওয়ালে কখনই যুদ্ধ, সংঘাত, অশান্তি, চিন্তা অথবা দুর্দশার ছবি রাখা উচিত নয়।

৫) বাড়ির সামনের দরজা এমনভাবে তৈরি হওয়া উচিত যাতে তার ওপর ছায়া না পড়ে।

৬) বৃষ্টির জল অথবা নোংরা জল বাড়ির উত্তর-পূর্ব অথবা উত্তর বা দক্ষিণ দিক দিয়ে বেরোনোর ব্যবস্থা করা উচিত।

৭) যে সব জিনিস বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে তার সব কিছুই নতুন হতে হবে। শুধুমাত্র সারানোর ক্ষেত্রে পুরনো জিনিসের ব্যবহার চলতে পারে।

৮) বয়স্ক মানুষেরা সবসময়েই বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে থাকলে স্বস্তিবোধ করবেন।

৯) বাড়ির উচ্চতা এমন হবে যাতে উত্তর-পূর্ব দিকের উচ্চতা, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের চেয়ে কম হবে।

১০) ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের দেওয়ালগুলি উত্তরপূর্ব দিকের চেয়ে মোটা হবে।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা: বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

হারজিতের পরোয়া করেন না লাল-হলুদের ‘কালিদাস’ কর্তারা

সঞ্জয় সরকার

লাল-হলুদ রক্ষণের প্রধানস্তম্ভ ওপারা কোথায় গিয়েছেন, কাকে বলে গিয়েছেন তা নিয়ে ধন্দে ক্লাব কর্তারা। অবশেষে শোনা গেল, ওপারার পায়ের গোড়ালিতে নাকি ‘বারটাইটিস’ বলে এক রোগ ধরা পড়েছে। যাতে গোড়ালিতে বার বার ফ্লুইড জমে যায়। টিম ডাক্তারের কথা না শুনে ওপারা নিজের ইচ্ছা মতো চিকিৎসা করে নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন। এই বিষয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিশিষ্ট কর্মকর্তা এবং চিকিৎসাবিদ ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত কয়েকদিন আগে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ওপারা চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর কোনও পরামর্শ নেননি। শুধু ওপারাই নন ইস্টবেঙ্গলের অধিকাংশ ফুটবলারই টিম ডাক্তারের পরামর্শ না শুনে ডুবেছেন। মোহনবাগানের ওডাফার মতো ইস্টবেঙ্গলের বিদেশিরাও প্রাক মরশুম কনডিশানিং ট্রেনিং ঠিক মতো করেননি। অপরদিকে গুরবিন্দারকে নিয়েও আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। ডেম্পোর বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখার ঘটনায় গুরবিন্দারের প্রতি রীতিমতো ক্ষুব্ধ লাল-হলুদ কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, সামনে যেখানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ সেখানে সিনিয়র ফুটবলার হিসেবে যথেষ্ট অবিবেচকের মতো কাজ করেছেন এই স্টপার। ইতিমধ্যেই গুরবিন্দারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে বসে আছেন কোচ আরমান্দো কোলাসো। অপরদিকে এক দল কর্তা বলছেন, মরশুমের এখন শেষদিকে, ওঁকে শাস্তি দিয়ে কোনও লাভ নেই। এতে সে নিজেকে শোধরাবে না উপরন্তু আরও বিগরে যেতে পারে। গতবারের আগের বার টোলগের সঙ্গে অনুশীলনে গুরবিন্দারের হাতাহাতি হওয়ার পরও কর্তাদের সাহস হয়নি ওই দুই ফুটবলারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার।

আসলে এগুলি কোনওটাই ময়দানের বর্তমান পরিবেশে ব্যতিক্রমী কোনও ঘটনা নয়। এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলে যথেষ্ট টাকা উড়ছে। কিন্তু এখনও অবধি কোথাও পেশাদারিত্বের কোনও পরিবেশই গড়ে ওঠেনি। বিশ্ব জুড়ে পেশাদারী ফুটবলে যে রকম প্রতি পদক্ষেপে কড়া শৃঙ্খলা এবং অনুশাসন মেনে চলতে হয় ফুটবলার-কোচ-রেফারি-কর্মকর্তা এমনকী দর্শকদেরও সেখানে ভারতীয় ফুটবলে কারোরই ন্যূনতম শৃঙ্খলা মানার কোনও দায় নেই। কলকাতা ফুটবলের যে ঐতিহ্য চলে আসছে তা হল ক্লাবের কর্তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে খেলোয়াড়দের ব্যবহার করেন তাঁদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে। ভাল খেলা বা টিমকে জেতানটা সবসময় মুখ্য হয়ে ওঠে না। টিমে নিজের স্থান ধরে রাখতে গেলে অথবা বছর শুরুতে পেমেন্টের চুক্তি করার সময় সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হয়ে কাজ করে তা হল খেলোয়াড়টি কোন কর্তার পেটোয়া এবং সেই কর্তার ক্লাবে ক্ষমতা কতদূর। তাই দেখা যায় বছরের পর বছর পারফরমেন্স না থাকা সত্ত্বেও কিছু ফুটবলার দলে একটা নির্দিষ্ট টাকা পেয়ে নিজের ঠাঁই বজায় তো রাখেনই উপরন্তু তাঁর পৃষ্ঠপোষক কর্তার যদি কোচকে অপছন্দ হয় তাহলে সেই কোচকে নানাভাবে হয়রান করতে পুরোদমে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

গত তিন বছর মর্গান ইস্টবেঙ্গল দলের কোচ থেকে ন্যূনতম একটা সাফল্য এনে দিয়েছিলেন। দু’বার আইলিগে রানার্স, এক’বার ফেডকাপ চ্যাম্পিয়ন, তার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে কলকাতা লিগ জেতান দলকে। এমনকী এএফসি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালেও পৌঁছে দিয়েছিলেন দলকে। অথচ অদ্ভূতভাবে দেখা গেল সামনে

ক্লাব কর্তারা উপদলে বিভক্ত হয়ে খেলোয়াড়দের ব্যবহার করেন তাঁদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে। ভাল খেলা বা টিমকে জেতানটা সবসময় মুখ্য হয়ে ওঠে না।

যখন এএফসি লিগ জেতার মতন সর্বকালের সেরা সাফল্য হাতছানি দিচ্ছে তখন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা গত তিন বছরের সেট টিম ধরে রাখার প্রয়োজন মনে করলেন না। মাঝমাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় পেন ওর্জিকে ছেড়ে দিলেন। মর্গ্যানের বিরুদ্ধে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ক্লাব কর্তা রীতিমতো সক্রিয় হয়ে তাঁকে সরে যেতে বাধ্য করলেন। তাঁর বদলে এমন একজন অজ্ঞাতকুলশীল কোচকে নিয়ে এলেন যিনি ভারতীয় ফুটবল সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু তিনিও ক্লাবের ‘কালিদাস’দের সঙ্গে মানাতে গিয়ে তল খুঁজে পেলেন না। শেষ অবধি বিদায় নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাচলেন। এরপরে কর্তারা নিয়ে এসেছেন ডেম্পোকে পাঁচ বছর জাতীয় লিগ দেওয়া ও ভারতীয় দলকেও সাফল্যের মুখ দেখানো আরমান্দো কোলাসোকে। কিন্তু গোয়ার শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশে থেকে ক্লাবের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ডেম্পোকে সাফল্য দেওয়া আরমান্দো কলকাতার ময়দানের জটিল রাজনীতিতে মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পাচ্ছেন না। বার বার হোমসিক হয়ে পড়ছেন। এই মুহূর্তে ক্লাবের সচিব আবার বুক বাজিয়ে বলছেন, আইলিগে রানার্স করাটা কোচের কোনও সাফল্যই নয়। লিগ দু-নম্বর হওয়া আর শেষ স্থান পাওয়ার মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। সর্বভারতীয় স্তরে সাফল্য না পেতে পেতে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে’র এখন একমাত্র টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের বিরুদ্ধে ডার্বি ম্যাচে কোনওক্রমে জিতে সমর্থকদের সান্তনা পুরস্কার দেওয়া। সেই গুরুত্বপূর্ণ ডার্বি ম্যাচের আগে কোলাসো বাড়ির ধর্মীয় কাজের জন্য গোয়া চলে গেলেন। এবার গোয়া থেকে ডেম্পো ম্যাচ খেলে ফেরার পথে টিমের সঙ্গে না ফিরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য কয়েকদিন থেকে পরে ফিরলেন। কোলাসোর আচার-আচরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তিনি চাপ নিতে পারছেন না, এমনকী লাল-হলুদ তাঁবুতে ইতিমধ্যেই কোলাসোকে সরানোর জন্য গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। কিছু কর্তা আবার জনান্তিকে নাকি বলছেন, কোলাসোকে তাড়াতে হবে না, তিনি নিজেই মানে মানে পালিয়ে যাবেন। এবছর যখন মর্গ্যানকে সরানো হল সুভাষ ভৌমিককে টিডি-র দায়িত্ব দিয়ে ডাকার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি কেউ। কারণ, সুভাষ এলে তিনি নিজের মতো চলবেন। কর্তাদের পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধি মেটানোর অস্ত্র হিসেবে তিনি নিজেও কাজ করবেন না, কোনও খেলোয়াড়কেও ট্যাফু করতে দেবেন না। চার্চিলের সঙ্গে সুভাষের সম্পর্কের যখন টানাপোড়েন চলছে তখন এই মুহূর্তে সুভাষের নাম স্বাভাবিকভাবেই আবার সুভাষের নাম কিছু কর্তা তাঁবুতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অপরদল আঁতকে উঠছেন সুভাষের নাম শুনে।

এই পরিস্থিতিতে বিদেশি খেলোয়াড় যাঁদের বিরুদ্ধে অপেশাদারিত্বের অভিযোগ উঠছে তাঁদের এরকম আচরণই স্বাভাবিক নয় কি? এইসব খেলোয়াড়রাই গোয়া বা পুনের ক্লাবে কিন্তু নিজের ১০০ শতাংশ উজাড় করে দিয়ে খেলতে বাধ্য হন। কিন্তু কলকাতায় যখন তাঁরা দেখছেন ভাল খেলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রম না করেই মাথা ঠান্ডা রেখে গোষ্ঠী রাজনীতির পাশার ঘুঁটি হয়ে যখন বছরের পর বছর মোটা টাকা আদায় করে থাকা যায়, তখন আর নিজেকে উজাড় করে লাফ কি। একদা বলা হত লাল-হলুদ জার্সি পরে মাঠে নামলেই সেই খেলোয়াড়ের মধ্যে জার্মান দলের মতোই প্রতিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার তাগিদ দেখা যায়। কিন্তু আজকে কালিদাস কর্তারা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন তাতে ওপারা-গুরুবিন্দারদের এই ধরনের আচরণ দেখে হতাশ চিত্তে ময়দান থেকে বাড়ি ফেরা ছাড়া আর গত্যন্তর কি!

পিঠ বাঁচানো ডার্বি ঘিরে ঘনিয়েছে নিরাশার কালো মেঘ

অভিমন্যু দাস

এবার আইলিগের ডার্বি ম্যাচের আগে এক বিচিত্র পরিস্থিতি। একদা ভারত সেরা দুটি দলই ২০১৩-২০১৪’র আইলিগে মোটেই ভাল অবস্থায় নেই। ইস্টবেঙ্গল গত দুটি ম্যাচে ঘরের মাঠে চার্চিলের সঙ্গে

ড্র করে এবা গোয়ায় গিয়ে ডেম্পোর কাছে হেরে গিয়ে লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। দলের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা বিশৃঙ্খলা। গুরবিন্দর লাল কার্ড দেখে ডার্বি মাচ খেলতে পারবে না। ওপারা হঠাৎই নাইজোরিয়ায় চলে গিয়েছেন।

এরপর তেরো পাতায়

শব্দের খাঁচা-২

■	১		২			৩	৪
■		■		■	■	৫	
৬		■	৭		৮		■
	■	৯		■	১০		১১
১২	১৩		■	১৪		■	
■	১৫				■	১৬	
১৭		■	■		■		■
১৮							■

পাশাপাশি

১। তেজারতি সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দেওয়া।
৫। আংটাহীন কড়াই।
৬। বুধের পত্নী
৭। নির্লজ্জ, বেহায়া
৯। বাবলাজাতীয় গাছ।
১০। বায়না ধরতে অভ্যস্ত
১২। পাল্কিবাহক হিন্দু সম্প্রদায়।
১৪। ধনুকের সঙ্গী
১৫। উপদ্রব, দৌরাত্ম্য।
১৬। ধূর্ত বা শঠ লোক
১৭। সুন্দরী নারী
১৮। ভারতীয় ক্রিকেটে এক সফল ব্যাটসম্যান ও বোলার

উপরনিচ

১। শ্রীরাধিকার ননদিনি
২। শংকরাচার্যের মতাবলম্বী সন্ন্যাসীসম্প্রদায়।
৩। ছিঁচকে চুরির অভ্যাস
৪। পুকুরের তলদেশে গভীর খাদ।
৬। মেগাস্থিনিস রচিত সেকালের ভারত সম্পর্কে গ্রন্থ।
৭। শেষ, মাস--
৯। এক ঋতু
১১। ধীবর বা জেলেজাত
১৩। উচ্চ বিলাপধ্বনি
১৪। সরস্বতীদেবী
১৬। বন, অরণ্য
১৭। কৃষ্ণপ্রিয়া।

নির্মাণ : কুন্দনলাল শ্যাম

পাঠকেরা শব্দের খাঁচা ১ ও ২-এর উত্তর পাঠান আগামী সংখ্যায়, নামসহ ছাপা হবে।

ORION
GROUP
INDIA

Nilu Construction Pvt. Ltd.

PROMOTION AND SALES

"GLORIOUS SPACE",
11/1C/1, EAST TOPSIA ROAD
5TH FLOOR, KOLKATA- 700 046
Tele: (033) 22850064, Fax: (033) 22850027

E-mail: nilu_oriongroup@hotmail.com • oriongroupkolkata@gmail.com
• Website: www.oriongroups.com

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhury. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1964@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।